ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 June, 2021 ■ আগরতলা, ৬ জুন, ২০২১ ইং ■ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## সর্বকালের রেকর্ড নমুনা পরীক্ষা রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণ কমলেও থামছে না মৃত্যু

### নতুন আক্রান্ত ৭০৮ জন, মৃত্যু আরও ৮

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।।** সর্বকালের রেকর্ড নমুনা পরীক্ষায় ত্রিপুরায় দৈনিক সংক্রমণ আরও কমেছে। কিন্তু মৃত্যুর মিছিল কোনওভাবেই থামছে না। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৭০৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে এবং আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মৃতের সংখ্যা ছিল একদিনে ১১ জন। দৈনিক মৃত্যু কিছুটা কমেছে ঠিকই, কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে আতঙ্কিত গোটা রাজ্য। তবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনায় আক্রান্তের লাগাতার শীর্ষ হার বৃদ্ধিতে চিন্তা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। অবশ্য দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। এছাড়া দৈনিক মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি ভীষণ উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘন্টায় আরও সর্বকালের রেকর্ড সংখ্যক ২৪,৭৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৭০৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার অনেক কমে হয়েছে ২.৮৬ শতাংশ। এদিকে, ফের আটজনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘন্টায় ৫৩২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা। এই জেলায় নতুন করে ২৫৮ জন করোনায় আক্রান্ত অবস্থান করছেন। এতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এখনও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা-আক্রান্ত রয়েছেন ৫,৮২৭ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ২,১৫৫ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২২,৬১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আরটি-পিসিআরে ৪৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬৬০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৫৩২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনা-আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫,৮২৭ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিশালগড়ে ছেলের হাতে খুন হলেন মা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুন।।** শুক্রবার সকালে বিশালগড় থানাধীন পূর্ব লক্ষীবিল এলাকার জীবন বনিকের মৃত্যুর রেশ না কাটতেই শনিবার রাতে বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকার ৮নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাবলি চৌধুরী লস্কর নামে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে বিশালগড় থানার পুলিশ। রোমহর্ষক ঘটনার অভিযোগ একমাত্র ছেলের হাতে নৃশংসভাবে খুন হলো জন্মদাত্রী মা। মৃতার নাম বাবলি চৌধুরী লস্কর। অভিযুক্ত ছেলে তুষার লস্কর। বয়স আনুমানিক আটাশ।

শনিবার রাতে ঘরের দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে বিশালগড় থানা এবং মহিলা থানার পুলিশ। কাকতালীয়ভাবে মৃতার মাথায় পাশ থেকে ছেলে তুষারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এলাকায়। বিস্তারিত জানালেন অভিযুক্তের বোনের মেয়ে রুপালি মজুমদার।ঘটনার বিবরনে জানা যায় গত সাত বছর আগে স্বামী বিমল লস্কর মৃত্যু হয়। স্বামীকে হাড়িয়ে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বেঁচে আছেন বাবলি লস্কর।

এলাকাবাসীরা জানান ছেলে তুষার লস্কর সবসময়ই নেশায় আসক্ত হয়ে থাকে, অন্য কয়েকজন ছেলের মতো নেই কোন বন্ধু বান্ধব, ঘর থেকে তেমন বাইরে বের হয় না বলে জানায়। তাছাড়া প্রায়শই নেশা করার জন্য টাকা নিয়ে মায়ের সাথে ঝগরা করতো বলে জানায়। গত শুক্রবার থেকেই তাদের বাড়ি থেকে কোনরকম আওয়াজ পাচ্ছিলনা বলে জানায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আমতলিতে জাল নোট সহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।।** ত্রিপুরায় ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে জালনোট চক্র। বাংলাদেশ থেকে জাল নোট রাজ্যে নিয়ে আসার পথে গতকাল গভীর রাতে পুলিশ দুজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

আমতলি থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাত পৌনে দুটো নাগাদ আমতলি থানা এলাকার বেলাবর বাগান টিলায় ওৎ পেতে বসে দুই জাল নোট পাচারকারীকে পাকড়াও করেছে। আমতলি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সিদ্ধার্থ করের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে, দুই যুবক বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু জাল নোট নিয়ে ত্রিপুরায় এসেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে সাদা পোশাকে আমতলি থানার পুলিশ বেলাবর বাগান টিলা এলাকায় রাতে ওৎ পেতে বসে। রাত পৌনে দুটো নাগাদ একটি মোটর বাইকে করে দুই যুবক আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল। তখনই পুলিশ মোটরবাইক সহ তাদেরকে আটক করেছে। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ভারতীয় মুদ্রায় ৪০ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। প্রতিটি নোট দুই হাজার টাকার বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। মোটরবাইক সহ তাদেরকে আমতলি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ভারতীয় জাল নোট সহ আটক দুই যুবকের বাড়ি ফুলতলি এবং মতি নগর এলাকায় বলে জানান তিনি। তাদের বিরুদ্ধে আমতলি থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। জাল নোট চক্রের আরও কারা জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

## ভারতে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৬৪৬ জন চিকিৎসকের মৃত্যু ঃ আইএমএ

**নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.):** ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা। প্রাণঘাতী কোভিডও কেড়ে নিচ্ছে বহু চিকিৎসকের প্রাণ। কোভিড-১৯ মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ ভারতে কেড়ে নিয়েছে ৬৪৬ জন চিকিৎসকের প্রাণ।

শুধুমাত্র দিল্লিতেই প্রাণ হারিয়েছেন ১০৯ জন চিকিৎসক, বিহারে মৃত্যু হয়েছে ৯৭ জন চিকিৎসকের, পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ৩০ জন চিকিৎসকের। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, ৫ জুন পর্যন্ত কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতে মোট ৬৪৬ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জন চিকিৎসকের, অসমে ৮ জন, বিহারে ৯৭ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন, ছত্তিশগড়ে ৫, দিল্লিতে ১০৯, গুজরাটে ৩৭, গোয়াতে ২, হরিয়ানায় ৩, জম্মু-কাশ্মীর ৩, ঝাড়খণ্ড ৩৯, কর্ণাটক ৯, কেরল ৫, মধ্যপ্রদেশ ১৬, মহারাষ্ট্র ২৩, মণিপুর ৫, ওড়িশা ২৩, পুদুচেরি এক, পঞ্জাব ৩, রাজস্থান ৪৩, তামিলনাড়ু ৩২, তেলেঙ্গানা ৩৪, ত্রিপুরা ২, উত্তর প্রদেশ ৭৯, উত্তরাখণ্ড ২, পশ্চিমবঙ্গ ৩০, অজানা এক।

## বিশালগড় পূর্ব লক্ষীবিল এলাকায় খুনের দায়ে গ্রেপ্তার ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুন।।** বিশালগড় লক্ষ্মীবিল এলাকায় খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করলো এক ব্যাক্তিকে।তার নাম শংকর দাসকে।আদালত তাকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডে নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গতঃ শুক্রবার পুর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকার একটি জলাশয় থেকে একব্যাক্তির রক্তাক্ত মৃতদের উদ্ধার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় পূর্ব লক্ষীবিল এলাকার চা বিক্রেতা জীবন বণিক বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে নিখোঁজ। বাড়ির লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর তার হদিশ পায়নি।কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যায় জীবন বণিক বাড়িতে ফিরেনি। শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে একটি জলাশয়ের মধ্যে জীবন বণিকের মৃতদেহ দেখতে পায় পার্শবতী এলাকার লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। ঘটনাস্থলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কাঞ্চনপুর হাসপাতালে হয়রানির শিকার রোগীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।।** কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা এবং সোনোগ্রাফি করাতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগীরা। মহকুমা হাসপাতালের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রোগীরা এসব সুযোগ পাচ্ছেন না।

রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিবহনের মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হাসপাতালগুলিতে রক্ত পরীক্ষা সহ অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাবতীয় ব্যবস্থা করেছে। এজন্য সাধ্যমত টেকনিশিয়ানও নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ লক্ষ্যণীয় বিষয় উত্তর কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকার সত্বেও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারছেন না। হাসপাতালে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শান্তিরবাজারে মহকুমা শাসকের নির্দেশে ফুড সেফটি অফিসার আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ জুন।।** মহকুমা শাসকের আদেশক্রমে ফুড সেফটি অফিসারকে আটক করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। শনিবার বিকেল আনুমানিক ৩ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্যালয়ে আটক করাহলো ফুড সেফটি অফিসার দয়াল রাম দাসকে। মহকুমা শাসক ফুড সেফটি অফিসার কে আটক করে খবরদেয় শান্তির বাজার থানায়।

মহকুমা শাসকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যলয় থেকে ফুড সেফটি অফিসার দয়াল রাম দাসকে আটক করে নিয়েযায় শান্তির বাজার থানায়। এই বিষয়ে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের নিকট জানতে চাইলে মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলতে নারাজ।

ফুড সেফটি অফিসারকে আটক করতে আসা আরক্ষা দপ্তরের কর্মীর নিকট জানতে চাইলে উনারা কিছু না বলে এতটুকু বললেন মহকুমা শাসকের অভিযোগের ভিত্তিতে ফুড সেফটি অফিসারকে আটক করাহয়েছে। তবে কি বিষয়ে অভিযোগ করাহয়েছে তা নিয়ে থেকে যাচ্ছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বৃহৎ বৈশ্বিক সমস্যার বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিতে উন্নীত হয়েছে ভারত জানালেন প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.):** বৃহৎ বৈশ্বিক সমস্যার বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিতে উন্নীত হয়েছে ভারত। আগে ভারতকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখত বিশ্ব, কিন্তু এখন জলবায়ু বিচারের নেতা হিসেবে দেখছে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর ও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রমুখ। বৈঠকের শুরুতে ইথানল ভিত্তিক কিছু উদ্যোগের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ইথানল সেক্টরের উন্নয়নের জন্য একটি বিস্তৃত রোডম্যাপ তৈরির মাধ্যমে ভারত আরও একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা যদি খুব নিবিড়ভাবে দেখি, ৭-৮ বছর আগে ভারতে ইথানল নিয়ে আলোচনা খুব কমই হত। কিন্তু, এখন ভারতের একবিংশ শতাব্দীর অগ্রাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত ইথানল। পরিবেশের পাশাপাশি কৃষকদের জীবনেও সহায়তা করছে ইথানল।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০১৪ পর্যন্ত গড়ে মাত্র ১-১.৫ শতাংশ ইথানল মিশ্রণ করা হয়েছিল। বর্তমানে তা ৮.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০১৩-১৪ সালে ৩৮ কোটি লিটার ইথানল ক্রয় করেছিল ভারত, বর্তমানে সেই সংখ্যা ৩২০ কোটি লিটার, প্রায় ৮ গুণ বেশি। গত বছর অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি ২১ হাজার কোটি টাকার ইথানল ক্রয় করেছিল। এর একটি বড় অংশ আমাদের কৃষকদের পকেটে গিয়েছে, বিশেষ করে আখচাষিরা উপকৃত হয়েছেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আগে ভারতকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখত বিশ্ব, কিন্তু এখন জলবায়ু বিচারের নেতা হিসেবে দেখছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পাচারের পথে বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকার কাঠ বোঝাই মিনিট্রাক, ধৃত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।।** ত্রিপুরায় পাচারের পথে করিমগঞ্জ ফরেস্ট ডিভিশনের অন্তর্গত পাথারকান্দি বনকর্মীদের অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে অবৈধ চেরাই কাঠ। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আগের রাতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে পাথারকান্দি বন দফতর। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন বন দফতরের অভিযানকারীরা। বাজেয়াপ্তকৃত চেরাই কাঠের বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা হবে বলে বিভাগীয় সূত্রের খবর।

পাথারকান্দি রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবজ্যোতি নাথ এই খবর দিয়ে জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার গভীর অন্য বন কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি চাঁদখিরা পুলিশ চেকগেটের পাশে ওৎ পেতে বসেছিলেন। এক সময় করিমগঞ্জ থেকে আগত টিআর ০৫ সি ১৭৬৪ নম্বরের একটি টাটা ডিআই মিনিট্রাকের গতরোধ করেন তাঁরা। মিনিট্রাকটি ত্রিপুরায় প্রবেশ করার সময় তাকে আটক করা হয়। ট্রাকে তালাশি চালিয়ে প্রায় ১০০ সিএফটি চেরাই লালপদ গাছের চেরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়ে। চোরাই কাঠ পাচারের অভিযোগে মিনিট্রাকের চালককে আটক করা হয়েছে। ধৃতকে বছর ৩৫-এর জনৈক জাকির হুসেন ওরফে বাবুল বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তার বাড়ি এলাকারই কাঁঠালতলিতে।

তিনি জানান, বাজোয়াপ্তকৃত চেরাইকাঠ সহ মিনিট্রাক এবং ধৃত চালককে পাথারকান্দি রেঞ্জ ফরেস্ট কার্যালয়ে আটকে রাখা হয়েছে। চোরাই কাঠের মূল মালিক সম্পর্কে তথ্য জানতে ধৃত জাকিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

## উদয়পুরে রোজভ্যালীর পরিত্যক্ত হোটেল শীঘ্রই নিলামে উঠবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জুন।।** ত্রিপুরায় এক সময়ে জাঁকিয়ে বসা বিভিন্ন নন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি গুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় এসে ফুলে-ফেঁপে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিলো।এই সব কোম্পানি গুলিতে রাজ্যের হাজার হাজার বেকার যুবক যুবতীরা একটি বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে পেয়েছিলো এবং রুটি রুজির আশায় বুক বেঁধে সংসার যাপন করেছিলো।

শহর থেকে গ্রাম, সমতল থেকে পাহাড়ে রাজ্যের সর্বত্র ছিলো বিতরন ভূমি। তৎকালিন বাম সরকারের অনেকে প্রভাবশালী নেতৃত্ব এই ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলো। তৎকালিন রাজ্য সরকারের স্মল সেভিংস দপ্তর থেকে প্রায় প্রতি বৎসর ঐ সকল এন বি এফ সি কোম্পানি গুলির কাগজ পত্র পরীক্ষার নামে নাটক মঞ্চস্থ করে ব্যবসা করার ছাড়পত্র ও ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়। যার ফল স্বরূপ অনেক উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী রুটি রুজির জন্য হয় কোম্পানির এজেন্ট নয় বেতন ভুক্ত কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছেন।

সরকারের মদতে এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের রোজ ভ্যালি সহ অন্যান্য কোম্পানির উন্নয়ন মূলক কাজের ফিরিস্তি টেলিভিশনে দেখে বেকার যুবক যুবতীরা ঐ সকল কোম্পানির কাজে পুরো মনোনিবেশ করেন। এই রাজ্যের একটি অংশের লোক বেশি টাকা ফেরৎ পাওয়ার আশায় ঐসকল এনবিএফসি কোম্পানি গুলিতে তাদের আমানত সঞ্চয় করেছিল। রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় এনবিএফসি কোম্পানি ছিল রোজভ্যালি। টানা সতেরো আঠারো বছর ত্রিপুরাতে ব্যবসা করেছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উস্কানিমূলক বার্তা মামলায় থানায় হাজিরা বিধায়ক ভানুলাল ও প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্রের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।।** বিতর্কিত এবং উস্কানিমূলক বার্তা দেওয়ার অপরাধে পৃথক পৃথক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজ শনিবার থানায় হাজিরা দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক ভানুলাল সাহা এবং প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী। ভানুলাল সাহা পূর্ব আগরতলা থানায় এবং জিতেন্দ্র চৌধুরী আমতলি থানায় পুলিশের সমন পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়রানির উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন থানায় মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছে। এতে আখেরে সারবত্তা নেই।

এদিন পূর্ব আগরতলা থানা থেকে বেরিয়ে বিধায়ক ভানুলাল সাহা বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে তিন বছর ধরে মানুষ নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এখন পিঠ দেওয়ালে ঠেকেছে। ফলে, প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন অতি আবশ্যক হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায়, আত্মরক্ষায় বাড়িঘরে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছি। তাতে রাজ্যের গরিব অংশের মানুষের বুঝতে অসুবিধা হবে তাই সেই সব সামগ্রীর নাম উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে অপরাধের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তিনি বলেন, আমাকে কেউ মারতে আসলে অবশ্যই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে আমার। তাতে, হাতের সামনে যা থাকবে তা দিয়েই আত্মরক্ষা করতে হবে আমাকে। এখন সে বিষয়ে সতর্ক করা যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তা-হলে বলার কিছু নেই।

কটাক্ষের সুরে ভানুলাল বলেন, ত্রিপুরায় শাসক দলের সন্ত্রাসের বিষয়ে বলেছি। তাতে বিজেপি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে। অথচ, ত্রিপুরায় এখন আইপিএফটি, তিপ্রা মথা সহ তিনটি শাসক দল রয়েছে। অন্যরা চুপ থাকলেও বিজেপি-র প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট তাঁরাই তিন বছর ধরে ত্রিপুরায় সন্ত্রাস চালিয়েছে। কারণ, দুষ্কৃতকারীরা কখনও ফ্ল্যাগ নিয়ে আসেননি। ফলে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তিনি এদিন বিদ্রুপ করে বলেন, শুনেছি সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন থানায় মামলা হয়েছে। ফলে, যতদূর সম্ভব হবে থানায় হাজিরা দেব। সম্ভব না হলে আইনজীবী যাবেন। তিনি জানান, আজ থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। পুলিশকে সহযোগিতা করেছি।

এদিকে, আমতলি থানায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়ে বেরিয়ে এসে প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিরোধীদের দমিয়ে রাখার জন্যই এ ধরনের মামলা হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করেছি। তাতে অপরাধের কিছুই দেখছি না। তাঁর দাবি, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য এনসি দেববর্মা খোদ বলেছেন, ত্রিপুরায় আইনের শাসন নেই। আমরাও একই কথা বলছি। তাতে মামলা হয়েছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল। তাদের তদন্তে সহযোগিতা করেছি।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৩৩ ▫ ৬ জুন ২০২১ ইং ▫ ২২ জৈষ্ঠ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## পরিবেশ দিবস

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশকে দোষণের হাত থেকে রক্ষা করিয়া সুস্থ করিয়া তোলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন। গোটা বিশ্বেই দিনটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পালিত হইতেছে। আনুষ্ঠানিক নির্ভরতা ছাড়িয়া দিনটির তাৎপর্য প্রত্যেকটি মানুষকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করা জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোএখন খুবই প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ হিসাবে আমাদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে, তাহা দিয়াই প্রকৃতিকে সুস্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।দূষণের মধ্যেই আমরা প্রত্যেকে রোজ শ্বাস প্রশ্বাস নিতেছি। ক্রমেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে পৃথিবী। দূষণ একটি স্লো পয়জানের মতো মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে মানবজাতিকে। তাই এখন প্রয়োজন পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোর। সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে, তাহা দিয়াই প্রকৃতিকে সুস্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারি। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই দিনটি থেকেই শুরু হোক পরিবেশ রক্ষার নতুন অভিযান। কিন্তু কী ভাবে পরিবেশকে সুস্থ রাখগতে হইবে?

ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপলায়েন্সের ব্যবহারে রাশ টানিতে হইবে।এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি বাঁচানো যাইবে। এমন অ্যাপলায়েন্স ব্যবহার করিতে হইবে যাহা পরিবেশবান্ধব হওয়ার পাশাপাশি অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করিতে পারে। আবার কাজ শেষ হইয়া গেলে লাইট, পাখা, টিভি, এসির সুইচ বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে। এমনকি ছোটখাটো কাজের জন্য সোলার পাওয়ার ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাঠের উনুনের ব্যবহারও কম করগতে হইবে। কাঠের উনুন থেকে অত্যধিক পরিমাণে ধোঁয়া নির্গত হয়। যাহা বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে পারে। তাই গার্ডেন পিকনিক বা ট্রেকিংয়ে এই কাঠের উনুন ব্যবহারের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী অ্যাপলায়েন্স ব্যবহার করিতে পারেন। পরিবেশবান্ধব যানবাহনের ওপর জোর দিতে হইবে।গাড়ি ব্যবহারের ফলে তাহা থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া দূষণ ঘটাইতে পারে। দিনে দিনে পথেঘাটে গাড়ির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িয়াছে দূষণ। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য পরিবেশবান্ধব যানবাহন ব্যবহার করিতে হইবে। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বাই সাইকেল। এক কালে এই সাইকেলই ছিল আমাদের পথ চলার সাথী। সময়ের দৌড়ে এই বাহনটি পিছাইয়া গেলেও, এখনও একে ছোট করিয়া দেখিবার কোনও কারণ নাই। বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ করিতে সাইকেলের জুড়ি মেলা ভার। তাই আবার সেই দুইচাকার ওপর ভর করিয়া অফিসে বা কাজে যাইতে ক্ষতি কী। পরিবেশ ও শরীর উভয়ের সুস্থতার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে এটি। বাস্তুতন্ত্রকে সুস্থ রাখিতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও বায়ু দূষণের কারণে বাস্তুতন্ত্র প্রভাবিত হইতেছে।

প্রভাব পড়িছে গাছপালা, পশুপাখির ওপর। একটি সুস্থ পরিবেশে গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের যোগাযোগ স্থাপন প্রয়োজনীয়। তাই বাস্তুতন্ত্রকে সুস্থ রাখিবার বিষয়ে জোর দিতেহইবে।

কীটনাশক ও কেমিক্যালের ব্যবহার কম করিতে হইবে। বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে কেমিক্যাল যুক্ত সামগ্রীর ব্যবহার কম করিতে হইবে। এর পরিবর্তে বেকিং সোডা, ভিনিগার ও লেবুর মিশ্রণ সাফাইয়ের কাজে লাগানো যেতে পারে। বাজারে প্রথাগত ও পরিবেশবান্ধব নানান সামগ্রী পাওয়া যায়। আবার কীটনাশকের ব্যবহারও যথাসম্ভব কম করা উচিত।কার্বন ফুটপ্রিন্ট ও বায়ুদূষণ কম করিতে হইবে।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট বৃদ্ধির কারণে বাড়ীতে থাকে বায়ু দূষণ। কার্বন ফুটপ্রিন্ট কম করতে ওয়াটার হিটারের ব্যবহার বা টেম্পারেচার কমিয়ে দিতে হইবে। বাড়িতে ডিশওয়াশার থাকিলে, সেই মেশিনে বাসন না-ধুয়ে হাত দিয়ে বাসন ধোয়া শুরু করিতে হইবে। আবার এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবহারও কম করা উচিত।

বর্জ্য পদার্থ রিসাইকেল করার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। কাঁচ, প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম বা খবরের কাগজ ফেলিয়া দেওয়ার পরিবর্তে রিসাইকেল করিতে পারেন। এর ফলে আবর্জনা জমে দূষণ ছড়াইবে না। এমনকি এই বর্জ্যগুলি পোড়ানোর ফলে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশের ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাই প্লাস্টিক বা কাঁচের বোতল, এমনকি খবরের কাগজ না-ফেলিয়া পুনর্ব্যবহার যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে।

অর্গ্যানিক খাদ্য বস্তুর ওপর জোর দিতে হইবে। সংরক্ষিত ফল ও সবজির তুলনায় অর্গ্যানিক খাদ্যবস্তু অধিক টেকসই হয়। কারণ এতে ক্ষতিকর কীটনাশক ও কেমিক্যাল কম ব্যবহৃত হয়। তাই অর্গ্যানিক ফল সবজি কেনার ওপর জোর দিতে পারেন।

সর্বোপেরি দূষিত জিনিসের ব্যবহার কম করিতে হইবে।বাড়িতে দূষিত ও টক্সিক জিনিসের ব্যবহার কম করাই সবচেয়ে ভালো। বাড়ি থেকেই একটি সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার যাত্রা শুরু করা যায়।নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলিতে হইবে। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাইবে না। বায়োডিগ্রেডেবেল ও নন- বায়োডিগ্রেডেবেল আবর্জনা ফেলিবার জন্য পৃথক পৃথক ডাস্টবিনে রাখিতে হইবে। আবার বায়ু বা জলদূষণের কারণে পরিবেশকে দূষিত করিয়া তোলিবার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের অসুস্থ করে তুলতে পারে।প্রত্যেকে যদি এই ছোটোখাটো অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে পরিবেশকে সুস্থ রাখা যাইবে। আজকের দিনে এটাই প্রত্যাশা।

## রাজগঞ্জে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৩

রাজগঞ্জ, ৫ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের ফাটাপুকুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১ জনের। আহত আরও ৩ জন।শনিবার বেলা ১২ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এক ব্যক্তি ফাটাপুকুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেসময় জলপাইগুড়ি থেকে আসা একটি ট্রাক ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়।ঘটনায় ওই ব্যক্তি গুরুতর জখম হন।এছাড়াও ট্রাকে থাকা চালক সহ তিনজন আহত হন। ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পথচারীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।বাকিদের চিকিৎসা চলছে।

## বিজেপি ত্যাগের জল্পনায় জল ঢাললেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ

বাঁকুড়া, ৫ জুন (হি. স.) : হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনভর বিজেপি ত্যাগের জল্পনায় জল ঢাললেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ নিজেই। তিনি সাফ জানিয়েছেন একটা হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ থেকে বেড়িযে যাওয়া মানে দল ছাড়া বোঝায় না। তিনি বিজেপিতে ই আছেন। দিনভর দলত্যাগের খবর নিয়ে চলতে থাকা জল্পনার অবসান ঘটান স্বয়ং সাংসদ নিজেই। ঘটনার সূত্রপাত আজ সকালে। বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত অগস্তীর পোস্ট করা এক দলীয় সূচনা ঘিরে। বিজেপির এক হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে এই সূচনা পোস্ট হওয়ার পরই বিষ্ণুপুরের সাংসদ ঐ গ্রুপ থেকে বেড়িযে যান। তারপরই রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে কিছু সংবাদ মাধ্যমে তোলপাড় শুরু হয়। প্রশ্ন ওঠে তবে কি বিতর্কিত এই সাংসদ ফের তার পরনো দল তৃনমূলে ভিড়ছেন? এই প্রশ্নে জোর জল্পনা শুরু হয়। আজ বিকালে বিষ্ণুপরে এক বেসরকারী লজে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার এক সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ উপসিত থাকবেন বলে জানানো হয়। করোনা পরিসিতিতে এই মূহুর্তে সভা সমাবেশের পক্ষপাতি নন বলে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেন সৌমিত্র বাবু। গ্রুপ থেকে বেড়িযে যাওয়ার পিছনে এই বিষয় টি কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি। তবে সাংসদ সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এর মতভেদ নতুন কিছু নয়। সে কারনে আজকের ঘটনা নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। তার সঙ্গে সৌমিত্র বাবুর স্ত্রী সুজাতা দেবীর একটি মন্তব্য জল্পনা উস্কে দেয়। তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃনমূলে যোগদান করার আহ্বান জানান তাকে।যা নিযে দিনভর জল্পনার পারদ চড়তে থাকে।পরিসিতি আঁচ করে স্বয়ং সৌমিত্র বাবু আসরে নামেন।এবং সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটান। -হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ / কাকলি

# আরেকটি প্রেমের গল্প

**হিরন্ময় কার্লেকর**

প্রণয়রত শঙ্খচূড় (ইংরেজিতে 'কিং কোবরা')? ভাবাই যায় না। এই অভাবনীয় দৃশ্যই দেখা গিয়েছিল উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল জেলার অন্তর্গত রামগড় ব্লকের বোহরাকোট গ্রামে। সেই রামগড়, যার নাম পশ্চিমবঙ্গের অনেকেই শুনেছেন, রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে থাকার দরুন।

ব্যাপারটা শুরু হয় এই ১৪ মে, যখন সারা গ্রামে খবর রটে যে, স্থানীয় এক যুবক পথে যেতে যেতে একটা শহখচূড় দেখেছে। হইচই শুরু হয়ে যায়। এর একটা বড় কারণ অবশ্যই ভয়। শঙ্খচূড় পৃথিবীর সবচেয়ে বিষধর সাপ নয়, সবচেয়ে লম্বাও নয়, তবে এরা বিশ্বের বিষধর সাপেদেরে মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। ভারতে এরা দৈর্ঘ্যে সাধারণত তিন থেকে চার মিটার হয়। থাইল্যান্ডে এদের পাঁচ মিটারেরও বেশি লম্বা হতে দেখা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে লম্বা শঙ্খচূড়টি মাপে ৫.৮৫ মিটার। এদের বিষশ মারাত্মক। একবার রক্তে ঢুকলে, ভারতে, ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অবদারিত। এদেশে এর কোনও প্রতিষেধকও পাওয়া যায় না। থাইল্যান্ডে পাওয়া যায়। সর্প-বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেন যে, এদের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠার কোনও কারণ নেই। সাবধানের দূরে থাকলেই হল। এরা সাধারণত আগ্রাসী নয়। বরং মানুষের সংস্রব এড়িয়ে চলে। বিপদ বুঝলে বয় দেখায়। সেজন্য অনেক সময় শরীরের এক -তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মাটি থেকে খাড়া করে ফণা মেলে ধরে। যখন কামড়ায়, তখনও সবসময় বিষ সংক্রমিত করে না। ফলে যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু হয় না।

কিন্তু ভয় অনেকাংশে অমূলক কি না--- সেই প্রশ্নর চেয়ে ভয়ের উপস্থিতিই দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবিকতার ক্ষেত্রে বেশি প্রাসঙ্গিক। রামগড়ে ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও মিশে ছিল। ওই দুয়ের মিশ্রণে বিষয়টা আরও উত্তেজক হয়ে পড়ল, যখন ১৫ মে দেখা গেল যে, দুটো শঙ্খচূড় একটা খালি পড়ে থাকা বাড়ির পাহাড়-সংলগ্ন দেওয়ালের ৭-৮ ফুট চওড়া মাথায় আরামে শুয়ে আছে। রোদ পোয়াচ্ছে।

সেই জায়গাটি আমাদের বাড়ির আন্দজ ৩০-৪০ ফুট নিচে অবস্থিত। দেখলাম, ভিড় জমে

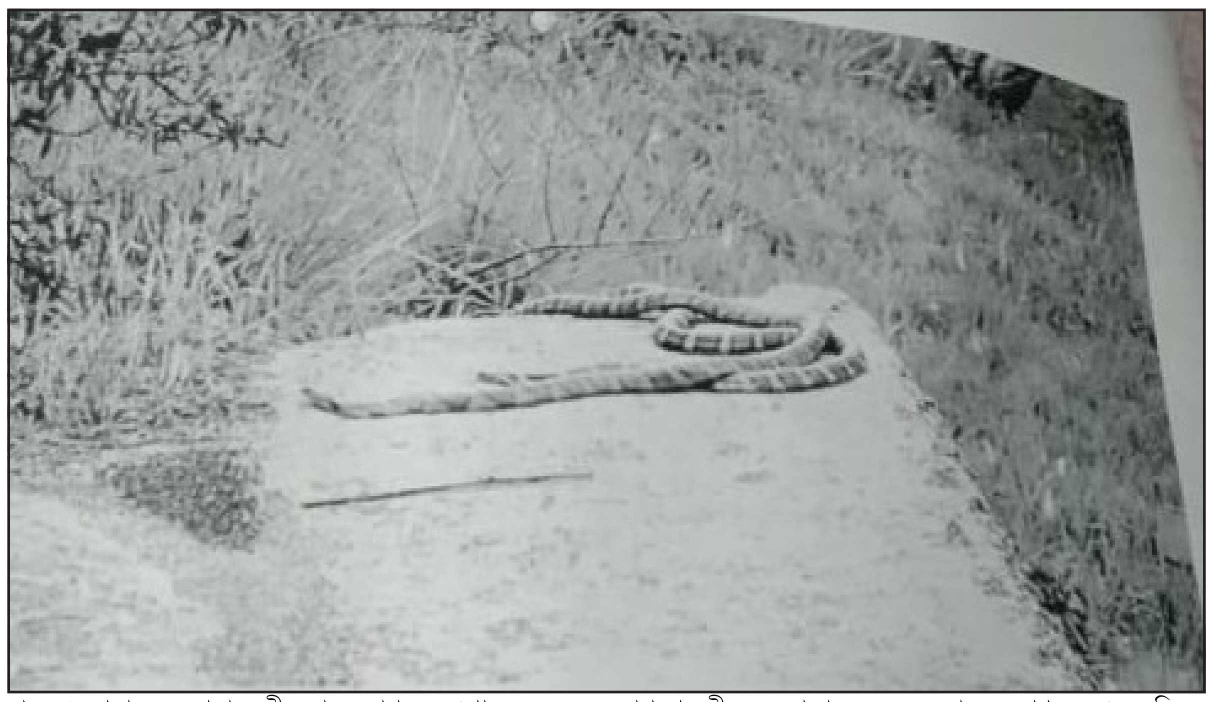

যাচ্ছে। আমার ও আমার স্ত্রী মালবিকার মাথায় চিন্তা ঢুকে গেল। যদি এরা দুটোকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে? মালবিকা টেলিফোন করল আমাদের বিশেষ স্নেহাস্পদ এবং বর্তমানে নৈনিতাল -নিবাসী সর্প-বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞাসু ভোলিয়াকে। জিজ্ঞাসুর হাতে এখন দুটো প্রকল্প। একটা পুরোপুরি ও অন্যটা আংশিকবাবে শঙ্খচূড় সম্পর্কিত। মালবিকার কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠে তার ক্যামেরা ও পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন সন্ত্রপাতি -সহ তড়িঘড়ি হাজির হল। ঘটনাস্থলে উপস্থি হয়ে যতখন চারদিকে ঘুরোফিরে দেখছে, তকন আমাদের এক প্রতিবেশী তাকে বলেন, এসব জায়গা আমার সম্পত্তি। আপনি এখানে থেকে সাপ দুটোকে নিয়ে যান না। হলে আমি নিজের মতো করে ব্যবস্থা করব। আমার ছেলেমেয়েরা এখানে খেলতে আসে। আমার গরু-ছাগলও এখানে চরতে আসে। এদের যদি কামড়ায়?

জিজ্ঞাসু বোঝানোর চেষ্টা করে যে, শঙ্খচূড় ১৯৭২ সালের ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের (ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৭২) দ্বিতীয় অনুসূচির (শিডিউলের) দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভূক্ত সংরক্ষিত প্রজাতি। এদের মারলে বা সরালে জেল বা জারিমানা বা দুটোই হয়। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিবেশী তাঁর নিজের অবস্থানে অটল থাকায় জিজ্ঞাসু উত্তরাখণ্ডের বন দফতরের দুই মুখ্য সংরক্ষক বা চিফ কনজারভেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই দু'জন, তেজস্বিনী পাটিল ও সঞ্জীব চতুর্বেদী তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন দফতরের একদল কর্মচারী এসে হাজির হন। আমাদের প্রতিবেশী আর আপত্তি করেন না।

সাপযুগল কী করছে বা না করছে, বা তাদের ক্ষতি কেউ করার চেষ্টা করছে কি না—সেসবের চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখার জন্য বন দফতরের কর্মীরা তিনটি সিসিটিভি ক্যামেরা ও একটি নিরীক্ষণ-পর্দা বা মনিটন স্ক্রিন লাগিয়ে চলে যান।

যে দেওয়ালের মাথায় দু'টি শঙ্খচূড়কে দেখা যাচ্ছিল তারই গায়ে, একটা বড় ফাটলের মধ্যে জুটো সাপ সাময়িকভাবে থাকছিল। জিজ্ঞাসু বলে যে, ওরা এসেছে মিলনের জন্য। হয়ে গেলে পুরুষটি ফিরে যাবে তার স্বাভাবিক জীবনে, আর মহিলা চলে যাবে গভীর জঙ্গলে বাসা বেঁধে ডিম পাড়তে। তারপর তারা কয়েক সপ্তাহের পর চলে যায় বা দু'মাসের একটু বেশি থেকে ডিমগুলো ফোটার কিছুদিন আগে চলে যায়। এর মধ্যে তারা খাবারের জন্যও বাসা ছাড়ে না---পাছে কেউ ডিমগুলোর ক্ষতি করে। এরপরও কয়েক দিন কড়া নজর রাখলেও এদের মিলন দেখিনি। প্রণয়রত দেখেছি। মে মাসের ২২ তারিখ সকালে জিজ্ঞাসু এদের চলে যেতে দেখে। আমি পরে মনিটর স্ক্রিনে দেখেছিলাম। এদের কি মিলন হয়েছিল ? না কি লোকজনের উপস্থিতিতে ও স্থানীয় একটি বিড়ালের উপদ্রবে চলে গিয়েছিল?

এই মার্জারটি এক আজব কাণ্ড করেছিল। হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে এসে শুয়ে থাকা দু'টি সাপের মধ্যে পুরুষটিকে এক থাবা মেরে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর একটা ঝোপের মধ্যে থেকে এদের দেখতে থাকে। হয়তো দুঃসাহসের ফল খুব সুবিধার হবে না ভেবে চলে যায়। চাইলে দুটো শঙ্খচূড়ের যে কোনও একটা বিড়ালটাকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তা করেনি। পুরুষটি বিরক্ত হয়ে তাদের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পনে। মহিলাটি মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে বিড়ালটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হচ্ছিল নিঃশব্দে বুঝিয়ে দিচ্ছে---বাছা, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না।

ঘটনাটি আবার মনে করিয়ে দেয় যে, শঙ্খচূড়রা অযথা আগ্রাসী নয়। বরং এই ক্ষেত্রে প্ররোচনা সত্ত্বেও আক্রমণ করেনি। এটা মনে থাকবে। আরও মনে থাকবে, দুই প্রেমিকের আবেগ-সিঞ্চিত বিদায়ের পালা, সেটা আমি সিসিটিভির মনিটরে দেখি। তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী দৃশ্য ছিল---যাওয়ার ঠিক আগে কী গভীর ভালবাসার সঙ্গে পুরুষটি মহিলাটির গায়ে মাথা রাখে। পরিষ্কার বোঝা যায়, সে চাইছিল না যে, তার প্রেমাস্পদ চলে যায় মহিলা চলে গেলে , বেশিষ কিছুক্ষণ তার অন্তর্ধান পথের দিকে চাকিয়ে থাকে পুরুষটি। তারপর আস্তে আস্তে সেই দিকে এগতে আরম্ভ করে। হঠাৎ বুঝতে পারি, কয়েক দিন ধারে ঘন ঘন দেখার জন্য কখনও অজান্তে এদের প্রতি আমার একটা মারা পড়ে গিয়েছে। তোমাদের মনে থাকবে ভাল থেকো।

**(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)**

# আত্মশাসন জারি থাক

**সুতীর্থ চক্রবর্তী**

প্রকৃতিতে আমরা ঠিক এক বছর আগের পুনরাবৃত্তি দেখছি। সেই কোভিডের প্রবল সংক্রমণ। তীব্র গরমের একটা স্পেলের পর বঙ্গোপসাগরে গনিয়ে ওঠা সেই ঘূর্ণিঝড়। প্রকৃতিতে যে পুনরাবৃত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সেই পুনরাবৃত্তি যেন আমাদের আচরণে না ঘটে, তা খেয়াল রাখতে হবে। কড়া বিধি-নিষেধের পরগত সাত আটদিনে কিছুটা থমকে করোনার সংক্রমণ। সংক্রমণের গ্রাফ স্থায়ীবাবেই নামবে কি না, তা বলা যাবে আরও সাত-আটদিন পর। কিন্তু এবার আমাদের গতবারের মতো কোনওভাবেই শৈথিল্য দেখালে চলবে না। পূর্ণ লকডাউন না করেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কড়া বিধি নিষেধ বহাল রেখেছেন, তা প্রশংসনীয়। লকডাউনের দমবন্ধ করা পরিবেশ নেই, অথচ আত্মশাসনের জেরে লকডাউনের উপকারিতা পুরোপুরি মিলছে। উপকারিতা যে মিলেছে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, গত সাত-আটদিন ধরে রাজ্যের মোট সংক্রমণের গতি কিছুটা কম। পজিটিভিটির রেটও খানিকটা কমেছে। অর্থাৎ যা টেস্ট হচ্ছে, তার তুলনায় পজিটিভ হওয়ার সংখ্যা অল্প অল্প করে নেমে যাওয়া। এই পজিটিভিটির রেট কমতে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে, পজিটিভিটির রেট ১০ শতাংশের নীচে চলে গেলেই আমরা যেন ভাবতে না শুরু করি কড়া বিধি নিষেধ শিথিল করা দরকার। গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার অন্তত পজিটিভিটির হার প্রায় শূণ্যের কাছে যাওয়া না পর্যন্ত কড়া বিধি নিষেধ রাখা উচিত। সপ্তাহ তিনেকের লকডাউনের পর রাজধানী দিল্লিতে পজিটিভিটির হার প্রায় এক শতাংশের কাছাকাশি চলে এসেছে। পজিটিভিটির হার এতটা কমায় সেখানে দাবি উঠেছে, লকডাউন পুরোপুরি তুলে নেওয়ার। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার এখন ধীরে ধীরে আনলক প্রক্রিয়া প্রবর্তনের কথা বলছে। দিল্লিযদি ফের পুরোপুরি আনলক পর্বে চলে যায়, তাহলে ভুল করবে। আমাদেরও এই বিষয়টিয় সচেতন থাকতে হবে। এক্ষত্রে আত্মশাসন গুরুত্বপূর্ণ। কড়া বিধি নিষেধ চালুর দিনে আত্মশাসন শব্দটির অনবদ্য প্রয়োগ করেছেন আমাদের মুখ্যসচিব। পজিটিভিটির হার এক শতাংশের নীচে গেলেও, করোনা চলে গেল, এমনটা ভাবা বড় ভুল হবে। যে-ভুলটা গতবার হয়েছিল। সংক্রমণ কিছুটা কমতেই অর্থনীতি বাঁচাতে হইহই করে নেমে যাওয়া হয়েছিল।

রাজ্যের কড়া বিধি নিষেধে মূল অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখার পুরোপুরি প্রচেষ্টা রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে যাতে বিধি নিষেধের কোনও প্রভাব না পড়ে, তা রাজ্য সরকার সুনিশ্চিত করেছে। কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতি। কড়া বিধি-নিষেধের প্রভাব সেখানেও পড়ছে না। রাজ্যের ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ যে এই গ্রামীণ ক্ষেত্রে যুক্ত তা মাথায় রাখা দরকার।

শহরের অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্রে কড়া বিধি নিষেধের প্রভাব নিশ্চিত করেই রয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিলে এখন চলবে না। দিনে তিনি ঘণ্টা এখন বেচা কেনা—ব্যাবসা বাণিজ্য স্বাভাবিক গতিতে চলছে। সংক্রমণ কমলে এই সময়টা কিছু বাড়ানোর কথা ভাব যেতে পারে।, এটা দেশজুড়ে হওয়া উচিত। সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকেনমি গত মাসে যে -হিসাব দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে নতুন করে সাড়ে ৭৩ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়েছে। দেশের ৯৮ শতাংশ এলাকাতেই লকডাউন অথবা কড়া বিধি নিষেধ চলছে। ফলে যে মাসের হিসাবে যে কর্মহীনতা তথা বেকারত্বের হার কিছুটা যে কর্মহীনতা তথা বেকারত্বের হার কিছুটা বাড়বে, তা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু তাতে এই মুহূর্তে বিচলিত অসংখ্য এমন মানুষকে হারিয়েছি, যাদের এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী ছেড়ে চলেযাওয়ার কথা ছিল না। লকডাউন বা কড়া বিধি নিষেধে এখন যেটুকু বেকারত্ব হবে,তা হয়তো অর্থনীতি স্বাভাবিক হলে দ্রুত পূরণ হবে। কিন্তু যে প্রাণগুলো

এই দ্বিতীয় তরঙ্গের আঘাতে চলে যাচ্ছে, তার পূরণ তো কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই অর্থনীতির অজুহাত দিয়ে বিচলিত হয়ে পড়ার পুনরাবৃত্তি যেন এবার না ঘটে। আত্মশাসনের মধ্যে দিয়ে আমরা যেন বলিষ্ঠভাবে সংকল্প গ্রহণ করি, আগে নির্মূল করতে হবে করোনাকে।

করোনা নির্মূল করতে গেলে পজিটিভিটির হার শূন্যে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সুনিশ্চিত করতে হবে অন্তত ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ মানুষের টিকা। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের৭০ শতাংশ মানুষের ইমিউনিটি থাকলে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙবে। ৫০-৬০ শতাংশ লোকের টিকাদানের কাজ শেষ করা দেলে ৭০ শতাংশ ইমিউনিটির লক্ষ পৌঁছনো সম্ভব তবে কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গের সম্ভাবনাটি রোখা যাবে। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি ৫০ শতাংশের বেশি টিকাকরণের কাজ শেষ করার পরই লকডাউন শিথিল করার বিষয়ে বিবেচনা করছে। গত বছর আমরা যখন করোনা চলে গিয়েছে ভেবে লকডাউন শিথিল করছিলাম, তখন কিন্তু প্রথম বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই পুরোমাত্রায় লকডাউন চালু ছিল। যদিও সেসব দেশের জনসংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক কম। জনঘনত্বও আরও কম। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অনেক উন্নত।

গতবছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে কোনও শিক্ষাই নিইনি, তেমন নয়। দ্বিতীয় তরঙ্গ মোকাবিলার কাজ অনেক সহজ হয়েছে সাধাণণ মানুষ করোনা মোকাবিলায় মানবিক হাত বাড়িয়ে দেওয়ায়। পাড়ায় পাড়ায় এবার যেভাবে মানুষ সংক্রমিতদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, ততটা গতবারদেখা যায়নি। গতবার সংক্রমিত হয়ে পড়ার ভয় মানুষের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। গত বছরের অতিমারী মোকাবিলায় আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্তত স্বাস্থ্য পরিকরাঠামো যে অনেক উন্নত হয়েছে, তা নিয়ে সংশয় নেই। আজ এই রাজ্যে বহু গ্রামীণ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আইসিইউ, ভেন্টিলেটর দেখা যাচ্ছে—যা কিছু বছর আগেও অকল্পনীয় ছিল। মাথায় রাখতে হবে, যে বামের আজ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কেরলের উদাহরণ টানছে, দীর্ঘ ৩৪ বছরের তাদেরজমানায় এই রাজ্যের বহু মহকুমা স্তরের হাসপাতালে ইসিজি মেশিন পর্যন্ত ছিল না, আইসিইউ বা ভেন্টিলেটর তো দূরের কথা। প্রশ্ন তুললে বলা হত, আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরদিয়ে কী হবে? মফস্শল মানুষের মৃত্যু হয় আন্ত্রিক ও সাপে কাটায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় গুরুত্ব দেওয়ায় এখন রাজ্যের স্বাস্থ্য অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল ও উন্নত। মফস্সলে হাসপাতালে পরিকাঠামো বেড়েছে। বেড়েছে ডাক্তার ও নার্শের সংখ্যা। একটু উন্নতি হয়েছিল বলেই আমরা দেশের একাধিক বড় রাজ্যের চেয়ে কোভিড মোকাবিলায় সফল।

কোভিডের এই দ্বিতীয় তরঙ্গের মধ্যে আবার সেই আমফানের মতো দুর্যোগ আসতে দেখে নৈরাশ্যে ডুবে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। শুধু খেয়াল রাখতে হবে, প্রকৃতি যতই এক বছর আগের রূপ দেখাক, আমরা আমাদের আচরণেণ ক্ষেত্রে কোনও পুররাবৃত্তির রাস্তায় হাঁটব না। অর্থনীতি নিয়ে অযথা বিচলিত হয়ে কড়া বিধি নিষেধ রাতাতারি তুলে নেওয়ার জায়গায় যাব না। আগে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যের ৫০ শতাংশের বেশি মানুষের টিকারণ,কোভিডের পজিটিভিটির হারকে শূন্যের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং গ্রামেগঞ্জে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। এ রাজ্যের মানুষ তার পাশের বিপন্ন মানুষের প্রতি আজ মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এর চেয়ে বড় আশাব্যঞ্জক ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। ফলে অতিমারীর পরাজয় নিশ্চিত। শুধু প্রয়োজন আজকের এই আত্মশাসন।

**(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

## ২০০ ফুট গভীর খাদে ট্রাক, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় হতাহত দু’’জন

লেহ, ৫ জুন (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ জেলায় শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেল একটি ট্রাক। ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চালকের এবং খালাসি গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ফোতুলা টপের কাছে। পুলিশ সূত্রের খবর, জেকে০১পি/৮৭২৪ নম্বরের একটি ট্রাক লেহ থেকে শ্রীনগর অভিমুখে যাচ্ছিল, শনিবার ভোর চারটে নাগাদ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় ট্রাকটি। খাদে পড়ে যাওয়ায় ট্রাকটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালকের। খালাসিকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত ট্রাক চালকের নাম-মুহাম্মদ আসলাম ফামদা (৩০), আহত হয়েছেন তাঁর ভাই (খালাসি) আব্দুল গণি ফামদা। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## দেশবাসীকে পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রপতি-উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স. ) : শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে পরিবেশ রক্ষার জন্য আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু ।শনিবার টুইটারে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লেখেন, ’প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনবৈচিত্র্য রক্ষা করা ভারতীয় নীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, মানুষ যখন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেই সঙ্গে আমাদের স্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য সারা বিশ্বের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনরুদ্ধার করতে হবে ।উপরাষ্ট্রপতি নাইডু টুইটারে লেখেন, ’এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, আসুন আমরা আমাদের ক্রমহ্রাসমান বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করি। আসুন আমরা আমাদের জমিতে টেকসই কৃষিকাজে ফিরে আসি, আমাদের বনকে চাঙ্গা করি এবং সামুদ্রিক দূষণ বন্ধ করি। তিনি আরও বলেন, আমাদের পরিবেশ-বান্ধব জীবনযাত্রা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা উচিত। আসুন আমরা আমাদের পরিবেশকে আজ রক্ষা করি যাতে আমরা আগামীপ্রজন্মের কাছে একটি বাসযোগ্য গ্রহ দিয়ে যেতে পারি।

## ১৪ জুন পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে বাড়ল লকডাউন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড়

চেন্নাই, ৫ জুন (হি.স.): আরও এক সপ্তাহের জন্য লকডাউনের মেয়াদ বাড়ল তামিলনাড়ুতে। এক সপ্তাহের জন্য লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে বলবৎ থাকবে লকডাউন। শনিবার তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে এক সপ্তাহের জন্য ৭ জুন থেকে বাড়িয়ে ১৪ জুন পর্যন্ত লকডাউন থাকবে তামিলনাড়ুতে। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ’স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলার পরই, ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে ও মূল্যবান প্রাণ বাঁচাতে লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ লকডাউন ঘোষণা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় ঘোষণা করেছে এম কে স্ট্যালিন সরকার। সংক্রমণ নিম্নমুখী, তাই চেন্নাই ও উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলায় সবথেকে বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে। কোয়েম্বাটুর, নীলগিরি, তিরুপ্পুর, এরোডে, সালেম, কারুর, নামাক্কাল, থাঞ্জাভুর, তিরুভারুর, নাগাপট্টিনাম এবং মায়িলাদুথুরাই জেলায় বেশি ছাড় দেওয়া হচ্ছে। যদিও, গণপরিবহন, শপিং কমপ্লেক্স, মল, ট্যুরিস্ট প্লেস, থিয়েটার, সেলুন এবং স্পা আপাতত বন্ধই থাকবে। সকাল ছ’টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে মুদির দোকান, মাছ ও মাংসের দোকান, ফল, সবজি ও ফুলের দোকান।

## বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার পরিবর্তে পঞ্জাবে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে : পুরী

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): বেশি দামে টিকা বিক্রি নিয়ে এবার পঞ্জাব আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, ’মানুষকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার পরিবর্তে পঞ্জাবে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে।’ এদিন রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ করেছেন পুরী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এদিন বলেছেন, ’পঞ্জাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের ডোজ বিনামূল্যে দেওয়া উচিত মানুষকে, অথচ বেশি দামে তা বিক্রি করা হচ্ছে। কোভিশিল্ডের ডোজ ৩০৯ টাকায় কিনে বিক্রি করা হচ্ছে ১,৫৬০ টাকায়।’ পুরী আরও বলেছেন, ’বিনামূল্যে টিকাকরণের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ৫০ শতাংশ টিকা প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু, রাজ্যগুলি টিকা থেকে মুনাফা অর্জন করছে। এমনটা যদি সত্যি হয়, তাহলে লাভের পরিমাণ শুধুমাত্র ২.৪০ কোটি টাকা নয়।’ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে খোঁচা দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, ’কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলছেন, কোথায় আমাদের শিশুদের ভ্যাকসিন? রাজস্থানে আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং পঞ্জাবে মানুষ টিকা থেকে লাভবান হচ্ছে।’

## দৈনিক সংক্রমণ কমে ৪১৪, দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ০.৫৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): কমতে কমতে দিল্লিতে কোভিড সংক্রমণের হার ০.৫৩ শতাংশে পৌঁছে গেল। রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৬০ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪১৪ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৬৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজার ৫৫৭ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৭৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৬৮৩ জন, সুস্থতার হার ৭.২৬ শতাংশ। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ৭৩১ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.৫৩ শতাংশে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মোট ৭৭,৬৯৪ জনের কোভিড টেস্ট করা হয়েছে।

## কোভিড পরবর্তী সমস্যা, প্রয়াত হিমাচলের বিজেপি বিধায়ক নরেন্দ্র বরাগটা

চণ্ডীগড় ও শিমলা, ৫ জুন (হি.স.): করোনার থেকে সেরে উঠেছিলেন, কিন্তু কোভিড পরবর্তী সমস্যায় ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রয়াত হলেন হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার মুখ্য সচেতক এবং প্রবীণ বিজেপি বিধায়ক নরেন্দ্র বরাগটা। শনিবার সকালে চণ্ডীগড়ের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন্দ্র বরাগটা। পরিবার সূত্রের খবর, খুব সম্প্রতি করোনা-মুক্ত হয়েছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্র বরাগটা। কিন্তু, কোভিড পরবর্তী সমস্যা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শনিবার সকালে চণ্ডীগড়ের হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

প্রয়াত বিধায়কের ছেলে চেতন সিং বরাগটা জানিয়েছেন, ’স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জীবনের অন্তিম লড়াই হেরে গিয়েছেন আমার বাবা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা নরেন্দ্র বরাগটা।’ কোভিড পরিস্থিতিতে সমস্ত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের কাছে চেতনের আর্জি, এই দুঃখের সময় সমস্ত শুভাকাঙ্খী, সমর্থক ও কার্যকর্তাদের কাছে অনুরোধ করব ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখুন।

## আরও কঠোর ফেসবুক, দু’’বছরের জন্য সাসপেন্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট

ওয়াশিংটন, ৫ জুন (হি.স.): আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্পের প্রতি একটুও ”নরম” হল না ফেসবুক। বরং আরও কঠোর মনোভাব নিয়ে আগামী ২ বছরের জন্য ট্রাম্পের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করা হয়েছে। আগামী ২ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা গত ৭ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত জারি থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা। যদি ফেসবুকের মনে হয় জনগণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে, তবেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরে চাপানো নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। ফেসবুকের এই সিদ্ধান্তকে আমেরিকানদের প্রতি ”অপমান” বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হিংসার প্রেক্ষিতে ফেসবুক, টুইটার-সহ সমস্ত সামাজিক মাধ্যম সাসপেন্ড অথবা বন্ধ করে দিয়েছিল ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট। উস্কানিমূলক মন্তব্যের জেরেই অ্যাকাউন্ট সাময়িক সাসপেন্ড করা হয়েছিল ট্রাম্পের। ৪ জুন (শুক্রবার) ফেসবুকের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক ক্লেগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ‘ট্রাম্পের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর কারণ অত্যন্ত গুরুতর। আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর পদক্ষেপগুলি আমাদের বিধিনিষেধ কঠোর ভাবে লঙ্ঘন করেছে।’

## কোভিড-সংক্রমণ কমে ৩৮,৪৮২, ব্রাজিলের দৈনিক মৃত্যু ১,১৮৪ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ৫ জুন (হি.স.): করোনার প্রকোপে ক্লান্ত ব্রাজিলে কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ, একই ট্রেন্ড মৃত্যুর সংখ্যাতেও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,১৮৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮,৪৮২ জন। ফলে ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ১,১৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৬৮-তে পৌঁছেছে।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে অনেকটাই কমেছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, শুক্রবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৮,৪৮২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৬,৮৪১,৯৫৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৫,২৩৯,৬৯২ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৩১,২৯৪ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

## সংক্রমণের হার নিম্নমুখী, আমেরিকায় দৈনিক করোনায় মৃত্যু ৫২০ জনের

ওয়াশিংটন, ৫ জুন (হি.স.): আমেরিকায় কোভিডে সংক্রমণের হার আচমকাই অনেকটা কমে গেল, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য ৫০০-র গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৫২০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকায় শুক্রবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬,৯২৫ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৪,১৯২,০২৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫২০ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ১২ হাজার ২৪০ জনের। আমেরিকায় সুস্থতার হার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ২৮,০৫৪,৯৯৫ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৮৮ জন।

## টুইটারের পদক্ষেপ, বেঙ্কাইয়া নাইড়ুর অ্যাকাউন্ট আর ভেরিফায়েড নয়!

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ভেরিফায়েড নীল রঙের ব্যাজ তুলে নিল টুইটার। তাও আবার অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে অবগত না করেই। যদিও ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতির অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে ভেরিফায়েড নীল রঙের ব্যাজ রয়েছে। টুইটারের মতে, ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট কোনওমতে ভুয়ো হবে না, বিশ্বাসযোগ্য, লক্ষণীয় ও সক্রিয় থাকতে হবে। ভেরিফায়েড নীল রঙের ব্যাজই বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে। কিন্তু, ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকেই ভেরিফায়েড নীল রঙের ব্যাজ তুলে নিল টুইটার।

উপ-রাষ্ট্রপতি দফতরের একজন কর্তা জানিয়েছেন, ’উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট বিগত ৬ মাস ধরে সক্রিয় নেই, অ্যাকাউন্টে নীল রঙের ব্যাজও নেই।’ এদিকে, টুইটারের এই পদক্ষেপকে তীব্র নিন্দা করেছেন মুম্বই বিজেপির মুখপাত্র সুরেশ নাখুয়া। তিনি শনিবার টুইট করে লিখেছেন, ’ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুজির টুইটার হ্যান্ডেল থেকে কেন ব্লু টিক সরিয়ে নিল টুইটার? এটা ভারতীয় সংবিধানের উপর হামলা।’

## বেঙ্কাইয়া নাইড়ুর অ্যাকাউন্ট ফের ভেরিফায়েড, নীল টিক ফিরিয়ে দিল টুইটার

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): ফের ভেরিফায়েড হয়ে গেল উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট। নীল টিক অথবা নীল ব্যাজ থাকলেই ব্যবহারকারীরা বুঝতে পারেন সংশ্লিষ্ট টুইটার অ্যাকাউন্টটি ওই ব্যক্তি অথবা সংস্থার প্রকৃত অ্যাকাউন্ট। কিন্তু, শনিবার সকালে আচমকাই উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যায় ব্লু টিক। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ব্লু টিক ফিরিয়ে দেয় টুইটার। কিন্তু, কেন এমনটা করল টুইটার? উত্তরে টুইটারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ””’২০২০ সালের জুলাই থেকে অ্যাকাউন্টটি সক্রিয় নেই।’

বেঙ্কাইয়া নাইডুর অ্যাকাউন্ট থেকে ভেরিফায়েড টিক অথবা ব্যাজ সরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে টুইটারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ’২০২০ সালের জুলাই থেকে অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয়। আমাদের ভেরিফিকেশন পলিসি অনুযায়ী, যদি অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তাহলে নীল ভেরিফায়েড ব্যাজ অথবা ভেরিফায়েড স্ট্যাটাস তুলে নেওয়া হয়। ব্যাজ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ টুইটারের মতে, ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট কোনওমতে ভুয়ো হবে না, বিশ্বাসযোগ্য, লক্ষণীয় ও সক্রিয় থাকতে হবে। ভেরিফায়েড নীল রঙের ব্যাজই বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে।

শনিবার ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ভেরিফায়েড নীল রঙের ব্যাজ উধাও হয়ে যায়। উপ-রাষ্ট্রপতির একজন অফিসিয়াল জানিয়েছেন, ’উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট কয়েকমাস ধরে সক্রিয় নেই।’ এদিকে, টুইটারের এই পদক্ষেপকে তীব্র নিন্দা করেছিলেন মুম্বই বিজেপির মুখপাত্র সুরেশ নাখুয়া। তিনি শনিবার টুইট করে লিখেছেন, ’ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুজির টুইটার হ্যান্ডেল থেকে কেন ব্লু টিক সরিয়ে নিল টুইটার? এটা ভারতীয় সংবিধানের উপর হামলা।’

## ৭ জুন থেকে মহারাষ্ট্রে আনলক শুরু ৫ দফা পরিকল্পনা উদ্ধব সরকারের

মুম্বই, ৫ জুন (হি.স.): দীর্ঘ দিন লকডাউনের পর কোভিডের প্রকোপ কিছুটা কমছে মহারাষ্ট্রে। তাই আগামী ৭ জুন, সোমবার থেকেই মহারাষ্ট্রে শুরু হতে চলেছে আনলক প্রক্রিয়া। এ জন্য ৫ দফা পরিকল্পনা নিয়েছে উদ্ধব ঠাকরে সরকার। মহারাষ্ট্রের যে জেলায় সংক্রমণের হার যে রকম রয়েছে, সেই ভিত্তিতে ধীরে ধীরে তোলা হবে বিধিনিষেধ।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, যে সমস্ত জেলায় সংক্রমণের হার ৫ শতাংশর নীচে এবং হাসপাতালের ২৫ শতাংশ বা তার কম শয্যা ভর্তি, সেখানে প্রথম দফায় লকডাউন তোলা হবে। যে সমস্ত জেলায় সংক্রমণের হার ৫ শতাংশ এবং হাসপাতালের ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ শয্যা ভর্তি, সেখানে দ্বিতীয় দফা কার্যকর থাকবে। যে সব জেলায় সংক্রমণের হার ৫ থেকে ১০ শতাংশ এবং হাসপাতালের ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ শয্যা ভর্তি, সেখানে তৃতীয় দফা কার্যকর থাকবে। যে সব জেলায় সংক্রমণের হার ১০ থেকে ২০ শতাংশ এবং হাসপাতালের ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ শয্যা ভর্তি, সেখানে চতুর্থ দফা কার্যকর থাকবে। যে সব জেলায় সংক্রমণের হার ২০ শতাংশর বেশি এবং হাসপাতালের ৭৫ শতাংশর বেশি শয্যা ভর্তি, সেখানে পঞ্চম দফা কার্যকর থাকবে।

প্রথম পর্যায় : গণ পরিবহণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দোকান, রেস্তরাঁ, খেলাধুলো, থিয়েটার, মল, কারখানা, সরকারি ও বেসরকারি অফিস- সব খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায় : ১৪৪ ধারা জারি থাকবে, যাতে কোথাও ৫ জনের বেশি জমায়েত না করতে পারে। থিয়েটার, মল, রেস্তরাঁ, জিম, সেলুন, পার্লার ৫০ শতাংশ কর্মী ও গ্রাহক নিয়ে কাজ করতে পারবে। লোকাল ট্রেন চলবে না। মুম্বই এই দফায় পড়ছে।

তৃতীয় পর্যায় : জরুরি সামগ্রী বিক্রির দোকান বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকবে। বাকি দোকান শুধুমাত্র কাজের দিনে খোলা থাকবে। মল ও থিয়েটার বন্ধ থাকবে। জিম, রেস্তরাঁ, সেলুন শুধুমাত্র কাজের দিনে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকবে। বেসরকারি অফিসও বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকবে।

চতুর্থ পর্যায় : এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জরুরি দ্রব্য বিক্রির দোকান বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকবে। বিকেল ৫টার পরে রাস্তাঘাটে চলাচল বন্ধ থাকবে। ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে গণপরিবহণ চলবে।

পঞ্চম পর্যায় : এই ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। কোথাও যাতায়াত করতে হলে ই-পাসের প্রয়োজন হবে যাত্রীদের।

## কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত দিল্লি : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): কোভিড-১৯ মহামারীর প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্লান্ত সমগ্র ভারত। ক্লান্ত রাজধানী দিল্লিও, সম্ভাবনা রয়েছে কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়েরও। দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা সামলে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে রাজধানী। এমতাবস্থায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়ে দিলেন, ’কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত দিল্লি। আমরা একটি পেডিয়াট্রিক টাস্ক ফোর্সও গঠন করেছি।’ কেজরিওয়ালের কথায়, ’নতুন ভেরিয়েন্ট শনাক্ত করার জন্য দু’’টি জিনোম সিকোয়েন্সিং ল্যাব তৈরি করা হয়েছে।’ সম্ভাব্য তৃতীয় ঢেউ রুখতে আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি সরকার। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ’সম্ভাব্য তৃতীয় ঢেউয়ের কথা মাথায় রেখে, ৪২০ টন অক্সিজেন স্টোরেজ ক্যাপাসিটি তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৫০ টন অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেডের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি।’

দিল্লিতে আপাতত লকডাউন চলবে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কেজরিওয়ালের কথায়, ’অন্যান্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা এনে লকডাউন চলবে। জোড়-বিজোড় ভিত্তিতে মার্কেট ও মল খুলতে পারবে।’ শনিবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ’৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে পরিষেবা চালু করতে পারবে দিল্লি মেট্রো। ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করতে পারবে বেসরকারি অফিস। সরকারি দফতরে ১০০ শতাংশ গ্রুপ এ ও ৫০ শতাংশ গ্রুপ বি কর্মীরা কাজ করতে পারবেন।’

## করিমগঞ্জের নাগ্রা পুলিশের জালে সক্রিয় গুলি সহ দুটি দেশি বন্দুক উদ্ধার, আটক এক

বাজারিছড়া (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন নাগ্রা পুলিশের অভিযানে দুটি হাতে তৈরি দেশি বন্দুক, পাঁচটি সক্রিয় গুলি সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। অবৈধভাবে বন্দুক মজুত রাখার দায়ে আটক ব্যক্তিকে স্থানীয় হাতাইয়ারবন্দ গ্রামের জনৈক সাজ্জাদ আলির বছর ৫০-এর ছেলে মইন আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রাখার দায়ে ধৃত মইন আলির বিরুদ্ধে ৯৮, ২১, ২৫১ ধারায় মামলা রুজু করে আজ শনিবার বাজেয়াপ্তকৃত বন্দুক সহ তাকে করিমগঞ্জ বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

নাগ্রা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পি শইকিয়া এই খবর দিয়ে জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হাতাইয়ারবন্দ গ্রামে অভিযুক্ত মইন উদ্দিনের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন তাঁরা। অভিযানে মইনের শয়নকক্ষ থেকে দুটি দেশি বন্দুক উদ্ধার হয়। সেই সঙ্গে মইন উদ্দিনকে আটক করে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে বন্দুক সমেত সমঝে দেওয়া হয় বাজারিছড়া থানায়।

এদিকে পরের দিন গতকাল বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহার নির্দেশে ফের ধৃত ব্যক্তির বাড়িতে তালাশি চালিয়ে তার ঘর থেকে উদ্ধার হয় পাঁচ রাউন্ড সক্রিয় কার্তুজ এবং গুলি তৈরির কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু সামগ্রী ও বিস্ফোরক পদার্থ। এছাড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বন্দুকের নল সাফাইয়ের একটি স্টিক। পুলিশের ধারণা, ধৃত মইন উদ্দিন এলাকার বিভিন্ন চুরি ডাকাতি সহ বনজ কাঠ পাচার ও বন্য প্রাণী শিকারে এই বন্দুকগুলি ব্যবহার করত।

## করিমগঞ্জে ৪৯.২০৮ হাজার গাছের চারা বণ্টন ও ৫১০টি রোপণ করেছে বন দফতর

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জে সামাজিক বনানীকরণ দফতরের ব্যবস্থাপনায় জেলায় মোট ৪৯ হাজার ২০৮টি গাছের চারা বণ্টন করার পাশাপাশি ৫১০টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি রেঞ্জে ১৮ হাজার ৩৪২টি চারা বণ্টন ও ১২০টি চারা রোপণ করা হয়েছে। বদরপুর ফরেস্ট রেঞ্জে ১৯ হাজার ১৫৩টি চারা বণ্টন ও ১৩০টি চারা রোপণ, রামকৃষ্ণনগরে ৩৪০টি চারা বণ্টন ও ১৫০টি চারা রোপণ এবং করিমগঞ্জ বিট অফিসের মাধ্যমে ৮ হাজার ৩০৫টি চারা বণ্টন ও ১১০টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সামাজিক বনানীকরণের ডিএফও ভানু সিনহা জানান, সব ধরনের কভিড প্রটোকল, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, থানা, বিএসএফ ক্যাম্প ও জনগণের হাতে এই সব গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণেও চারা রোপণ করা হয়ছে আজ।

শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জ জেলার সুপ্রাকান্দির পল্লিমঙ্গল হাইস্কুল, ১৩৬৪ নম্বর পাঠকসমাজ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২ নম্বর দাসগ্রাম মডেল এলপি স্কুল দাসগ্রাম, নেতাজি এমই স্কুল উজানগ্রাম, সোনাতলা, আদরকোণা এমই স্কুল, পাবলিক হাইস্কুল কনকপুর সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা স্কুল কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য, বন বিভাগের আধিকারিক ও কর্মী সহ সাধারণ নাগরিকরাও অংশগ্রহণ করেন। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং অক্সিজেনের যোগান বাড়াতে বৃক্ষরোপণ এবং এর প্রতিপালন অত্যন্ত জরুরি, বলেন ডিএফও ভানু সিনহা।

## ইনসাস রাইফল নিয়ে নিখোঁজ কারবি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত আইআরবিএন জওয়ান

গুয়াহাটি, ৫ জুন (হি.স.) : ইনসাস রাইফেল নিয়ে গায়েব হয়েছেন কারবি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিয়োজিত ১৬ নম্বর আইআরবিএন জওয়ান। গতকাল শুক্রবার থেকে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিশ পায়নি পুলিশ।

জানা গেছে, পশ্চিম কারবি আংলং জেলায় অবস্থিত কারবি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বেশ কিছুদিন ধরে নিয়োজিত ছিলেন ১৬ নম্বর আইআরবিএন-এর জওয়ান। কিন্তু আচমকা গতকাল থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত ইনসাস রাইফেলেরও কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে পশ্চিম কারবি আংলঙের পুলিশ সুপার আজা গৌরাং বসুমতারির নেতৃত্বে নিখোঁজ জওয়ানকে খোঁজে বের করতে তালাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আজও নানা জায়গায় তালাশি চালানো হয়েছে, হদিশ পায়নি পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীন দল।

# হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

## আনারস খাওয়ার কি উপকারিতা

মৌসুমী ফল আনারস। অসংখ্য গুণে গুনান্বিত এই ফলটি। প্রতিবছরের এই সময়টায় বাজারে ভরে যায় ছোট-বড় আনারসে। এই ফল যেমন শরীরে জলের চাহিদা মেটায়, তেমনি বাড়তি পুষ্টিগুণ পেতে কোন জুড়ি নেই। মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জেলাতে চাষ হয় আনারস। গ্রীস্মের সময় খুবই জনাপ্রিয় একটা ফল হিসেবে পরিচিত আমাদের দেশে। ভিটামিন সি থাকার কারণে আনারস সর্দি, কাশির উপশম হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। চলুন জেনে নেই আনারসের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।

করতে সাহায্য করে। বদহজম বা হজমজনিত যেকোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাড় গঠনে সাহায্য করে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাঙ্গনিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত।প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যা জনিত যেকোন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায় আনারসের রয়েছে প্রচুর পরিমানের

রক্ত জমাটে বাধা দেয়

এই ফল দেহের রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে শিরা ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে।

চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনেক গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। আমাদের চোখের রোটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় এই রোগটির কারণে। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন তাই এটি প্রতিদিন খেলে চোখের রোগ হওয়ার সম্ভবনা ৩০ শতাংশ কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

হজমশক্তি বাড়ায় আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকর আনরস। এতে রয়েছে ব্রোমেলিন, যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত

ক্যালসিয়াম যা দাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন রাখে। মাড়ির যে কোন সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আনারস খেলে দাতে জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দাত ঠিক থাকে।

পুষ্টির অভার দূর করে পুষ্টির বড় একটি উতস আনারস। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসব উপাদান।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে শুনতে অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। কাচা আনারস বা সালাদ হিসেবে এর ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। লিভার ও অন্ত্র ব্রমেলিন অ্যান্টি প্যারিসটিক। আনারস নিয়মিত খেলে লিভার ও অন্ত্রের উপকার হয়।

## ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা

দধি বা দই প্রস্তুত করা হয় ব্যাক্টেরিয়ার গাঁজন হতে। এটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দইয়ে উপস্থিত ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস থ্রেমোফিলাস নামক দুটি ব্যাকটেরিয়া রোধ করে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে।

আর পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, এটি হাড়ের রোগ নিয়ন্ত্রণেও কায্যকরী ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ”ডি” থাকায়। প্রায় চার হাজার বছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছে দই।

গবেষণায় বলছে, দইয়ে আছে রিবোফ্লভিন, পাইরডক্সিন, কোবালামিন ও ভিটামিন ডি। আর খনিজ উপাদানের মধ্যে রয়েছে জিংক, পিটাশিয়াম, ফসফরাস ও আয়োডিন।

বাড়িতে দুধ থেকে সরাসরি বানিয়ে খাওয়া যায় দই। এছাড়াও কোরমা, সালাদ অথবা মাংস রান্নার সুবাদে ভোজনবিলাসীর পাতে এনে দেয় ভিন্ন স্বাদ। দইয়ে রয়েছে অসংখ্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া যা সহজে হজমে সহায়তা করার পাশাপাশি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে আরো রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ”ডি যেটি কাজ করে হাড়ের রোগ , অস্টিওপরোসিস ও আর্থারাইটিস নিয়ন্ত্রণে। এটা গ্যাস হলে এমনকি সর্দি হলে দইয়ের ঘোল পান করে মেলে উপকারিতা। কোষ্ঠকাঠিন্য , ডায়রিয়া, কোলন ক্যান্সার ও অন্ত্রের সমস্যা দূর করতে কার্যকরী দই। আর ভিটামিন ডি কাজ করে পেটের ভিতর ঘাঁ সারাতে। তবে কিডনির সমস্যায় নিয়ম মেনে খেতে হবে দই।

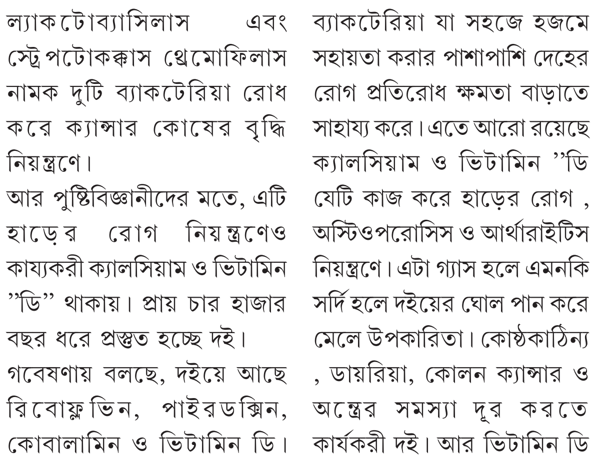

## ডাবের জলের এই ৬ উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে।

কিডনির সুরক্ষায়ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভুমিকা রাখে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে।

হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্টি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে।

ওজন কমাতে ডাবের জলের চমতকার ভুমিকা রয়েছে ওজন কমাতে। এতে কোনো চর্বি বা কোলেস্টেরল থাকে না ও এতে চিনির পরিমাণও অল্প থাকায় নিশ্চিন্তে পান করা যায় যতটুকু ইচ্ছা। এছাড়াও চর্বি ধ্বংস করতেও সাহায্য করে ডাবের জল। প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকায় বাড়ন্ত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই উপকারী এই ডাবের জল পান করতে পারেন। ডাবের জল যথেষ্ট ভুমিকা রাখে তারুণ্য ধরে রাখতে। ত্বক সুন্দর রাখতে ডাবের জল ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী। প্রায় ৯৪ শতাংশই জল থাকে একটি ডাবে। এই জল সাহায্য করে ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা সহ পুরো দেহের শিরা-উপশিরায় সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করতে। ডাবের জল বেশি পান করলে কিডনির কাজ করতে সুবিধা হয়, দেহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বকসহ প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছায় বিশুদ্ধ রক্ত এবং পুরো দেহ সতেজ ও শক্তিশালীহয়ে ওঠে। তবে যেকোনো খাবার নিয়মিত খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে শরীরের অবস্থা। প্রয়োজনে চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

## ওজন নিয়ন্ত্রণে এই সালাদ

স্বাস্থ্য নিয়ে বা ওজন নিয়ন্ত্রণে অনেকই এখন বেশ সচেতন। দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য কৌশল হয়ে উঠেছে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে বের করেছেন বিভিন্ন ধরনের ডায়েট ওজন কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মেডিটেরিয়ান, কিটো ডায়েট।

অনেকেই বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন ডায়েট চার্টে বয়স, ওজন, শারীরিক অবস্থাভেদে। আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা, যে ডায়েট তালিকাই মেনে চলুন না কেন। তবে সালাদ হলো ডায়েট চার্টের অন্যতম খাবার। অনেকেই ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সবজির সালাদ খেয়ে থাকে। খাবারের তালিকায় পুষ্টিকর সালাদ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা।

পুষ্টিকর সালাদ আপনার দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালরি সবকিছুর ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। অনেক পুষ্টিবিদদের মতে, সালাদ প্রতিদিন একজন মানুষের শরীরে ১৫ গ্রাম প্রোটিন ও ৫ গ্রাম ফাইবারের চাহিদা পূরণ করে।

আপনি যদি পুষ্টিকর সালাদ খেতে চান, তাহল টমেটোর সঙ্গে কিছু বাদাম ও ভিনেগার যুক্ত করতে পারেন। এ সালাদ আপনাকে ৩০ গ্রাম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ

করবে। পাস্তার সালাদ অনেকের কাছেই বিষয়টি নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু পাস্তা দিয়ে তৈরি সালাদ আপনার ওজন হ্রাসের পাশাপাশি পুষ্টি যোগানের সহায়তা করবে। স্ট্রবেরি ও পাস্তার সমন্বয়ে তৈরি করুন সালাদ। সঙ্গে যোগ করুন অলিভ অয়েল। এ সালাদ থেকে আপনি ৪০২ ক্যালরি, ১৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৭ গ্রাম ফাইবার পেতে পারেন।

পুষ্টিগুণে ভরপুর মিষ্টিকুমড়া, গাজর ও আদার সমন্বয়ে তৈরি সালাদ। মিষ্টিকুমড়ায় রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এ তিন উপাদানের সালাদ প্রোটিন ও ফাইবারের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সালাদ মানেই যে শুধু সবজির উপস্থিতি থাকবে, এমনটা ভুল।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য মাংসের উপস্থিতি থাকা দরকার। সালাদে চিকেন কিংবা গরুর মাংস আপনার ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করবে। প্রোটিনের চাহিদা আরো বাড়াতে চাইলে এর সঙ্গে যোগ করুন ডিম। হার্টের সুস্থতার জন্য সালাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন অলিভ অয়েল।

আবার আপনি চাইলে চিকেন ব্রেস্ট, ব্ল্যাক বিন, কর্ন, টমেটো, পেঁয়াজ একসঙ্গে করে সালাদ বানিয়েও খেতে পারেন। এই সালাদ আপনাকে ৩০০ ক্যালরি ও ৩৪ গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করবে। চিকেন দিয়ে আরেক ধরনের সালাদ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন চিকেন ব্রেস্ট, টমেটো, শসা ও পেঁয়াজের মিশ্রণে তৈরি করুন। এর সঙ্গে অবশ্যই পিপার যোগ করতে যেন ভুলবেন না। পিপারের কারণে সালাদটি খেতে সুস্বাদু লাগবে।

আমরা অনেকেই চিংড়ি খেতে পছন্দ করি। আর চিংড়ি দিয়ে তৈরি সালাদ কিন্তু খেতে দারুণ। এ সালাদ তৈরির আগে অবশ্যই চিংড়ি সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর লবণের স্বাদ আনতে পনির আর মিষ্টিভাব আনতে একটুখানি যোগ করতে পারেন কমলা। এ সালাদ আপনাকে শক্তি জোগাতে সাহায্য করবে। যারা এখনো এসব সালাদের কথা জানেন না, তারা আজ থেকেই ডায়েট চার্টে যুক্ত করতে পারেন ভিন্নধর্মী উপাদানে এসব সালাদ। হাতের নাগালেই আপনি এসব উপাদান পেয়ে যাবেন।

## কোভিড-১৯: শিশুদের কি টিকার আওতায় আনা উচিত?

একটি শিশু জন্মের পরই তাকে সুস্থ রাখতে নানা ধরনের টিকা দেওয়া হয় এবং পুরো বিশ্বজুড়েই শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম চলে। শিশুদের জীবন রক্ষায় দেওয়া নানা টিকার তালিকায় কি এবার কোভিড-১৯ টিকা যুক্ত করার সময় হয়েছে?

যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে শিশুদের কোভিড-১৯ টিকা দিতে শুরু করেছে। যুক্তরাজ্য সরকার দেশটির ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের প্রায় ছয় লাখ শিশুকে এরইমধ্যে কোভিড-১৯ টিকা দিয়েছে। আগামী বছর দেশটি এর থেকেও কম বয়সের শিশুদের টিকার আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছে। এজন্য তারা কোভিড টিকার নিরাপত্তা নিয়ে আরো তথ্য হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

যুক্তরাজ্যে এখনো প্রাপ্ত বয়স্কদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। সরকার আগামী জুলাই মাসের মধ্যে সব প্রাপ্ত বয়স্ককে টিকার প্রথম ডোজ দিতে চাইছে। তবে শিশুদের বিষয়ে যুক্তরাজ্য সরকার থেকে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।

কোভিড টিকা কি শিশুদের জীবন রক্ষা করবে?

বৈজ্ঞানিক ভাবেই এখন এই প্রশ্ন উঠছে- কোভিড-১৯ টিকা কী আসলেই শিশুদের জীবন রক্ষা করতে পারবে। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ জটিল।

কারণ, এক এক দেশের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নের উত্তর এক এক রকম হবে। এক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। শিশুদের টিকা দেওয়া উচিত হবে নাকি ওই টিকা অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে ওইসব দেশের স্বাস্থ্যকর্মী ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের দিলে তাতে বেশি জীবন রক্ষা পাবে সেটা বিবেচনা করা উচিত। এখন পর্যন্ত শিশুদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক কম। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ইমুনাইজেশন কমিটির সদস্য অধ্যাপক অ্যাডাম ফিন বলেন, “সৌভাগ্যজনক ভাবে এই মহামারীর মধ্যেও অল্প কিছু ভালো জিনিসের একটি হচ্ছে, শিশুদের বেলায় এই ভাইরাসে মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল।”

সংক্রমিত হলেও শিশুদের শরীরে রোগের উপসর্গ খুবই কম থাকে বা একেবারে থাকেই না। সেই তুলনায় বয়স্কদের শরীরে রোগের উপসর্গ অনেক বেশি দেখা যায় এবং মৃত্যু ঝুঁকি বেশি। তাই তাদের আগে টিকা দেওয়া উচিত।

বিবিসি জানায়, শিশুদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত এবং মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সাত দেশে গবেষণা চালানো হয়েছে। লানসেট ম্যাগাজিনে ওই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মহামারীতে প্রতি ১০ লাখ শিশুর মধ্যে দুই জনের কম শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

শিশুদের কোভিড টিকা লাভজনকও হতে পারে

বয়স্কদের সুরক্ষায় অনেক সময় শিশুদের টিকা দেওয়া হয়। কিছু কিছু দেশ এই কৌশল অবলম্বন করে।

যেমন, ফ্লুর বেলায় যুক্তরাজ্য এই কৌশল অবলম্বন করে। যুক্তরাজ্যে প্রতিবছর দুই থেকে ১২ বছরের শিশুদের ফ্লু প্রতিরোধে নাকের স্প্রে দেওয়া হয়। মূলত তাদের পরিবারের বয়স্কদের সুরক্ষায় এই কৌশল ব্যবহার করা হয়।

অনেকের মতে কোভিড-১৯ এর বেলায়ও একই কৌশল নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে ‘হার্ড ইমিউনিটি’ তৈরি করতে। কোথাও হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হয়ে গেলে সেখানে বেশির ভাগ মানুষের দেহেই অ্যান্টিবডি থাকে। ফলে ভাইরাস সেভাবে বিস্তারলাভ করতে পারে না।

কোভিড-১৯ এ টিকা করোনাভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধে বেশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেউ টিকার প্রথম ডোজ গ্রহণের পর তার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অর্ধেকে নেমে আসে। যদিও তারপরও তার আক্রান্ত হওয়ার ৫০ শতাংশ ঝুঁকি থেকেই যায়।

করোনাভাইরাস নিয়ে এখন পর্যন্ত যেসব গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, শিশুরা এই ভাইরাসের বিস্তারে তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না। কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের ভাইরাস বিস্তারে ভূমিকা আছে।

তাই কেউ কেউ মাধ্যমিক স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের টিকার আওতায় আনার কথা বলছেন। কিন্তু এটা যে লাভজনক হবেই সে কথা বলা যাচ্ছে না।

বিবিসি জানায়, ইংল্যান্ডে ১৬-১৭ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে একচতুর্থাংশের দেহে করোনভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে। তাদের কেউই টিকা নেয়নি।

সেক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য বা তাদের মত দেশ ধরেই নিতে পারে, শিশুদের টিকা দেওয়া ছাড়াই ভাইরাসের বিস্তার আটকানোর মত যথেষ্ট ইমিউনিটি— ওখানে তৈরি হয়ে গেছে।

শিশুদের টিকা নৈতিকভাবে কতটা গ্রহণযোগ্য

একটি শিশুকে টিকা দিতে গেলে কে টিকা পাচ্ছেন না, নৈতিকভাবে সেটা মনের উপর চেপে বসতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) থেকেও বলা হচ্ছে, ধনী রাষ্ট্রগুলোর উচিত তাদের শিশুদের কোভিড-১৯ এর টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে সেই টিকা বিশ্বের বাকি দেশগুলোকে দান করা।

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা করেছিলেন অধ্যাপক অ্যান্ড্রু পোলার্ড। তিনি বলেন, টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি শিশুদের প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে সেটা নৈতিকভাবে ভুল’ সিদ্ধান্ত হবে।

## রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এই ৪টি যোগব্যায়াম

বিশ্বজুড়ে নানামুখী গবেষণায় দেখা গেছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে যোগব্যায়াম। দেহ ও মনের প্রশান্তির জন্য যোগব্যায়াম অতুলনীয় ভুমিকা রাখে। আজকে জানাবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চারটি যোগব্যায়ামের কথা। সেতুবন্ধ আসন যোগব্যায়ামের এই আসনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। প্রথমে শুয়ে পড়ুন। এবার আস্তে আস্তে পা ভাঁজ করে নিন। খেয়াল রাখতে হবে আপনার হাঁটু এবং গোড়ালি যেন একই রেখা বরাবর থাকে। হাত দুটো দুপাশে নিচের দিকে মুখ করে রাখুন। এবারে আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে আপনার পিঠ উপরে তুলতে থাকুন। সেই সাথে হাত দুটি দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। এসময় আপনার পুরো শরীরের ওজন থাকবে আপনার কাঁধ, বাহু এবং পায়ের ওপর। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে পিঠ আস্তে আস্তে নামিয়ে আনুন। এভাবে ৩ থেকে ৪ বার করুন। ধনুরাসন প্রথমে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার হাত দুদিকে উপরমুখি করে শরীরের দুপাশে রাখুন। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার হাঁটু বাঁকিয়ে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। হাত পেছনের দিকে নিয়ে এবার গোড়ালি শক্ত করে চেপে ধরুন। এসময় দুই হাঁটুর মাঝে অবশ্যই ফাঁক রাখবেন।

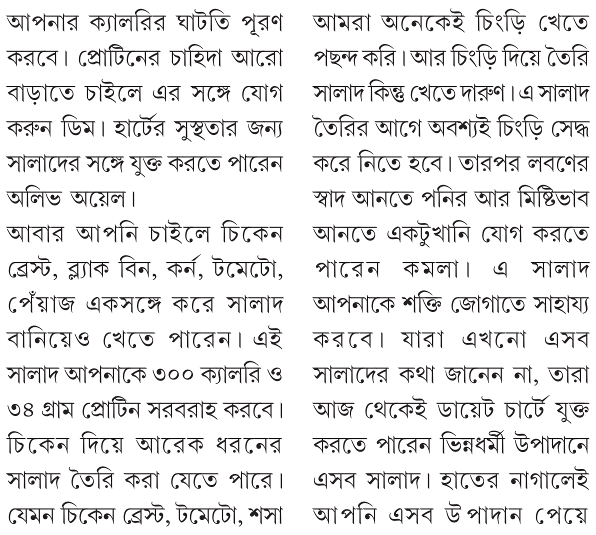

এবার শ্বাস নিতে নিতে গোড়ালি দুটোকে নিতম্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং একই সাথে উরুও ফ্লোর থেকে উপরের দিকে উঠে যাবে। এসময় শোলডার ব্লেড পেছন দিকে চলে যাবে এবং বুক মাটি থেকে একটু উপরে উঠবে। এসময় শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেকেন্ড পরে আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে দিন। এভাবে ৩ বার করুন। একবারে ছবির মতন হবে, আস্তে আস্তে আসনে আসার চেষ্টা করতে হবে। ভুজঙ্গাসন এ আসনটি শ্বেত রক্ত কণিকার নিঃসরণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন যাতে আপনার কপাল মাটি ছুয়ে থাকে। হাত ভাঁজ করে কাঁধ বরাবর আনুন। হাতের তালু নিচের দিকে রেখে হাত দুটোকে কাধের নিচে রাখুন। এবার শ্বাস নিতে নিতে আপনার হাত সোজা অবস্থায় নিয়ে আসুন যাতে আপনার বুক উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে উপরের দিকে তুলতে থাকুন (নাভি পর্যন্ত) যতক্ষণ না আপনার শরীরের উপরের অংশে একটা কার্ভ তৈরি হচ্ছে। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপরে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। উস্ত্রাসন এই ব্যায়ামটি করার সময় নিচে নরম কাপড় দিয়ে নেবেন। প্রথমে হাঁটু ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর দাঁড়ান। শরীরের দুপাশে হাত রাখুন। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে প্রথমে এক হাত পরে দুই হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে বুক এবং পেট প্রসারিত করতে হবে। এসময় শরীরের ওজন হাত ও পায়ের ওপর থাকবে। এইভাবে ৩০ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারেন। তারপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে পত্রিকার হকারদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার দেওয়া হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

# কৃত্রিম বন্যা রোধের পাশাপাশি কীভাবে গুয়াহাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করা যায়, ছয়টি নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৫ জুন (হি.স.) : ফি-বছরের কৃত্রিম বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি গুয়াহাটি মহানগরকে কীভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর করা যায় সে সম্পর্কে ছয়টি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের অধীনে রূপায়িত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের পর্যালোচনা করে এই নির্দেশাবলি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

আজ শনিবার বিভাগীয় মন্ত্রী অশোক সিংঘলকে সঙ্গে নিয়ে বশিষ্ঠ চারিআলিতে অবস্থিত গুয়াহাটি পৌরনিগমের যানশালা দফতরে অনুষ্ঠিত এক কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাই। সেখানে ১২টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে আবর্জনা নিষ্কাষণের জন্য ১২টি যানও বিতরণ করেছেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে যে ছয়টি নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি যথাক্রমে,

অসম নগর পরিকাঠামো বিনিয়োগ কার্যসূচি, গুয়াহাটি মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গুয়াহাটি পৌরনিগম এবং গুয়াহাটি স্মার্টসিটি প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।

অসম নগর পরিকাঠামো বিনিয়োগ কার্যসূচির অধীনে ডিব্রুগড় শহরের আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, ডিব্রুগড় শহর সুরক্ষা নালা-নর্দমা প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা।

গুয়াহাটি মহানগরীর বুক চিরে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের তীর সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে যে-কোনও নির্মাণকার্য বন্ধ করে নদ-তীরকে যথাসম্ভব মুক্ত করা এবং গুয়াহাটি মহানগরে অধিকসংখ্যক খোলামেলা তথা প্রকাশ্য স্থান এবং উদ্যান (পার্ক) গড়ে তোলা।

ফ্যান্সিবাজারে অবস্থিত পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের ৫৬ বিঘা জিমিতে তিন মাসের মধ্যে একটি উদ্ভিদ উদ্যান (বোটানিক্যাল গার্ডেন) গড়ে তুলতে গুয়াহাটি মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষেকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়া গুয়াহাটি পৌরনিগমের নিজস্ব রাজস্ব বাড়ানোর জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নিগমের অনাদায়ী পুর কর শীঘ্র আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটি স্মার্টসিটি প্রকল্পের কাজকর্মের খতিয়ান নিয়ে মহানগরীর স্ট্রিট লাইট প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি স্মার্টসিটির প্রস্তাবে সন্নিবিষ্ট প্রাথমিক প্রকল্পগুলো শীঘ্র রূপায়িত করতেও গুরুত্ব আরোপ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবার হাতে সময় খুব কম। বর্ষা প্রায় এসেই গেছে। তবু মহানগরীর কৃত্রিম বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাব। তিনি বলেন, গুয়াহাটি মহানগরীর উন্নয়ন হবে। নবরূপে গড়ে উঠবে গুয়াহাটি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার গুয়াহাটির উন্নয়নে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করেছে তাঁর সরকার।

# চিকিৎসকদের ওপর হামলা বরদাস্ত করবে না সরকার, জিএমসিএইচে নিগৃহীত ডা. সেনাপতির স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়ে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৫ জুন (হি.স.) : চিকিৎসকদের ওপর হামলা কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করবে না সরকার। আজ ফের বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ সশরীরে গিয়ে গত ১ জুন হোজাই জেলার লংকার উদালিতে ফুলতলি মডেল হাসপাতালে গণপিটুনির শিকার নবনিযুক্ত তরুণ চিকিৎসক ডা. সেউজ কুমার সেনাপতির স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়ে আজ ফের দুষ্কৃতীদের সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ সকালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদানের আগে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মন্ত্রী অশোক সিংঘল, হাসপাতালের অধ্যক্ষ ড় অচ্যুত বৈশদের সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসাধীন লংকাকাণ্ডের শিকার ডা. সেউজকুমার সেনাপতির সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ডা. সেনাপতির সঙ্গে কথা বলে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি খুব শিগগির সুস্থ হয়ে উঠবেন। ডা. সেনাপতির সঙ্গে দেখা করে বাইরে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শারীরিক-তো বটেই, মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছেন তরুণ চিকিৎসক সেউজকুমার সেনাপতি। তাই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিন স্বগৃহে বিশ্রাম নিতে। এর পর তিনি অসমের যে হাসপাতালে যেদিন যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সেদিন সেখানেই তাঁকে নিয়োজিত করা হবে।

সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, চিকিৎসকদের ওপর হামলা করার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়, এ ধরনের কুকর্ম করা ভালো নয়। যদি কেউ এ ধরনের কার্যে লিপ্ত হয় তা-হলে তাকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তাই তিনি রাজ্যের সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান, চিকিৎসকদের ওপর এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা যেন ফের না ঘটে তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কেননা, কোভিডের জটিল এই পরিস্থিতিতে গত প্রায় দেড় বছর ধরে অসমের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন তা গোটা দেশের কাছে এক উদাহরণ হয়ে থাকবেন তাঁরা।

তিনি বলেন, সেদিনের ঘটনার সঙ্গে ইতিমধ্যে যে সকল দুষ্কৃতী জড়িত ছিল তাদের বেশিরভাগকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আবারও বলেন, কোভিডের এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের পাশে সরকার সর্বদা আছে এবং থাকবেও।

এদিকে হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. অচ্যুত বৈশ্য জানান, ডা. সেউজকুমার সেনাপতির শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করছেন। মাথা, পিঠ, কান, চোখ এবং মুখে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর সিটি স্ক্যানও করা হয়েছে। ইন্টারন্যাল কোনও হ্যামারেজ তেমন হয়নি।

# ট্যুইটারেকে আইন মানতে "শেষ নোটিস" ধরাল কেন্দ্র, অমান্যে কড়া ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.) : ট্যুইটারকে এবার শেষ নোটিস ধরাল কেন্দ্র। কেন্দ্রের তরফে ট্যুইটারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নয়া নির্দেশিকা মানতে হবে নয়তো কেন্দ্রের তরফে নেওয়া আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শনিবারের সরকারি বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এটাই ট্যুইটারের জন্য শেষ নোটিস। মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতে জারি হওয়া আইটি আইন ২০০০-এর ৭৯ নম্বর ধারায় গাইডলাইন আইন অবমাননার যাবতীয় ফল বর্ণনা করা আছে। ফলে গাইডলাইন মানতে টুইটার বাধ্য, না মানলে তারা এই আইনেই শাস্তির আওতায় পড়বে।

এদিনই ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত -সহ সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ অনেকের ট্যুইটার থেকে ব্লু টিক সরিয়ে নিয়েছে সংস্থা। এই নিয়ে চূড়ান্ত শোরগোল দেশজুড়ে, তার মধ্যেই ট্যুইটারকে নোটিশ ধরাল কেন্দ্র। দিন কয়েক আগেই ট্যুইটার জানিয়েছিল, ভারতকে বড় বাজার হিসেবে দেখে এই সংস্থা। কিন্তু এরই পাশাপাশি ভারতের আইটি আইনের সমালোচনা করা হয় ট্যুইটারের পক্ষ থেকে। বলা হয়, নতুন আইন স্বাধীন মত প্রকাশের পক্ষে অন্তরায়। এর উত্তরে সরকার বলেছিল, ট্যুইটার মিথ্যে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে ভারত সরকারকে কালিমালিপ্ত করছে।

# আগামী ১ বছরে ৫ কোটি গাছ লাগানো হবে বিহারে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ঘোষণা নীতীশ কুমারের

পাটনা, ৫ জুন (হি. স.) : আগামী ১ বছরে ৫ কোটি গাছ লাগানো হবে বিহারে। শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এমনটাই ঘোষণা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণায় খুশি রাজ্যবাসী। এদিন নিজে হাতে প্রথম চারা গাছ বুনে এই বিপুল কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। নিজের বাড়িতেই চারাগাছটি লাগান তিনি। সেই সময় তার সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন সরকারি কর্তা। সরকারি সংস্থার পাশাপাশি নানা বেসরকারি সংস্থাও এই উদ্যোগে সামিল হবে বলে জানা গিয়েছে।

৫ কোটির মধ্যে ১ কোটি ২৪ লক্ষ গাছ লাগাবে সরকারি বন বিভাগের কর্মীরা। পাশাপাশি ২ কোটি গাছ লাগানোর দায়িত্ব থাকবে সাধারণ মানুষের ওপর। নানা অবাণিজ্যিক সংস্থা বহু গাছ লাগাবে। এছাড়াও কৃষকেরা গাছ লাগানোর জন্য ৬০ টাকা মুজুরি পাবেন। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১২ সালে জীবন হরিয়ালি কর্মসূচির মাধ্যমেও বিহারে প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে।

# জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী যোগীকে অভিনন্দন রাষ্ট্রপতি-উপরাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী সহ প্রবীণদের

লখনউ, ৫ জুন (হি.স.): রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ বহু প্রবীণ নেতা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছেন। জন্মদিনের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি তাঁরা উত্তরপ্রদেশে করোনার মহামারী প্রতিরোধে দুর্দান্ত ব্যবস্থাপনারও প্রশংসা করেন। রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র এই তথ্য দিয়েছেন।

মুখপাত্রের মতে, মুখ্যমন্ত্রী যোগীকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, "উত্তরপ্রদেশের অত্যন্ত পরিশ্রমী ও জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি রাজ্যের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে নিবেদিত চেতনার সাথে কাজ করছে। আমাদের ইচ্ছা যে তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যটি ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হয়।

উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেন, সুবক্তা এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব এবং উত্তরপ্রদেশের সফল মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ভগবান শ্রী রামজির কাছে প্রার্থনা যে আপনি দীর্ঘজীবী হন এবং সর্বদা স্বাস্থ্যবান ও সুখী হন।

রাজ্যের অপর উপমুখ্যমন্ত্রী ডাঃ দীনেশ শর্মা বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি সুশাসন এবং উন্নয়নের সমার্থক। আমি আশা করি যে রাজ্য তার নেতৃত্বে অগ্রগতির নতুন মাত্রা স্পর্শ করবে। এই উপলক্ষে বিজেপি রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিং, রাজ্য সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুনীল বানসাল এবং অন্যান্য নেতারাও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

# ডিমা হাসাও জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখি

হাফলং (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় গত তিন দিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। গত ৭২ ঘণ্টায় ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে ১১৯। এছাড়া শুক্রবার এই জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ জন। যা গত পনোরো দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। এদিন পজিটিভিটির হার ছিল ৩.০৩ শতাংশ। এখন পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১,৬৫৭। এর মধ্যে সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৪২৬ জন। বর্তমানে পাহাড়ি জেলায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭৮৯ জন। এর মধ্যে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৭২৯ জন রোগী।

বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতাল এবং জেলার বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারে রয়েছেন যথাক্রমে ৪৩ ও ১৩ জন রোগী। নয়জন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ১২ জনের।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় বিভিন্ন সরকারি বিভাগের বিভিন্ন কর্মচারী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক পজিটিভ রোগী রয়েছেন উপসর্গহীন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাড়ির একজন আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অনান্যরা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এঁদের হোম আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে। কিন্তু উপসর্গহীন কোভিড রোগীরা হোম আইসোলেশনে থাকার পর কোভিড বিধি না মেনে বাজারে এসে অত্যাবশক সামগ্রী কেনাকাটা করছেন। যার দরুন সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে আজ শনিবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য সচিব টিটি দাওলাগাপু পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, যে সব সরকারি বিভাগের কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়ে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ওই সব কর্মচারীর পরিবারের জন্য অত্যাবশক সামগ্রী কেনাকাটা সহ তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কর্মী নিয়োগ করতে, যাতে এ সব কর্মীদের বাইরে বের হতে না হয়।

# বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন অসমের রাইমনা অভয়ারণ্যকে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি

গুয়াহাটি, ৫ জুন (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর অন্তর্গত রাইমনা অভয়ারণ্যকে জাতীয় উদ্যান (ন্যাশনাল পার্ক)-এর স্বীকৃতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।

আজ শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে এসে এই খবর শুনিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পাশাপাশি খুব শিগগির দিহিং পাটকাইকে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে রিপু অভয়ারণ্যকে রাইমনা জাতীয় উদ্যানে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এবা রাইমনাকে নিয়ে অসমে জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা হয়েছে মোট ছয়টি। এর আগে জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল যথাক্রমে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান, মানস জাতীয় উদ্যান, নামেরে জাতীয় উদ্যান, ডিব্রু সৈখোয়া জাতীয় উদ্যান এবং ওরা জাতীয় উদ্যান।

এছাড়া আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আরও কয়েকটি ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগকে আজ থেকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগ হিসেবে নামাকরণ করা হয়েছে। আজ স্থানীয় গান্ধীমণ্ডপে অবস্থিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্য ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছে একটি রুদ্রাক্ষ গাছের চারা রোপণ করেছেন তিনি। এখানে তিনি যুবসমাজকে গান্ধীজির আদর্শ অনুসরণ করে বহনক্ষম পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব গাছের চারা রোপণ করে পরিবেশ সুরক্ষায় আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

# বৃক্ষ রোপণ করে তার পরিচর্যাও একান্ত জরুরি, বলেছেন হাফলঙের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ

হাফলং (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শুধু ঘটা করে বৃক্ষ রোপণ করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। তার পরিচর্যাও একান্ত জরুরি। এই মন্তব্য করেছেন হাফলং শনটিলা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রামঅবতার বদরাক।

অধ্যক্ষ রামঅবতার বদরাক বলেন, এই বিশ্বায়নের যুগে পরিবেশ সুরক্ষা এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় গাছপালা কাটা ও বনাঞ্চল ধ্বংস রোধ করতে হবে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শুধু গাছ লাগালে চলবে না, যেভাবে প্রতিনিয়ত গাছপালা বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাই পরিবেশ সুরক্ষায় গাছ লাগানোর উপর জোর দিতে হবে আমাদের। তিনি বলেন, অসমের অন্যতম এই পাহাড়ি জেলায় জুম খেত করার জন্য যেভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে তা আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে এক অশনি সংঙ্কেত। তাই পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যম অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

রামঅবতার বলেন, জওহর নবোদয় বিদ্যালয়কে সবুজ বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে জেলার সাংবাদিকরা গত তিন চার বছর থেকে বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপণ কার্যসূচি পালন করে আসছেন, যা অতি প্রশংসনীয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শনিবার হাফলং প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে গাছের চারা বিতরণের পাশাপাশি বৃক্ষ রোপণের কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। এই বৃক্ষ রোপণ কার্যসূচিতে বিশিষ্ট সাংবাদিক অনুপ কুমার বিশ্বাস সহ জেলার সাংবাদিকদের পাশাপাশি অংশ নেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রামঅবতার বদরাক প্রমুখ বহুজন।

# একাধিক বিধিনিষেধ মেনে শুরু হচ্ছে বলিপাড়ার শুটিং

মুম্বাই, ৫ জুন (হি. স.) : করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির কারণে মহারাষ্ট্রে জারি করা হয়েছিল লকডাউন। বাঁধা পড়েছিল বলিপাড়ার শুটিংয়ের ক্ষেত্রেও। এবার মহারাষ্ট্রে সংক্রমণ কম হওয়ার কারণে শুরু হয়েছে আনলক প্রক্রিয়া। সোমবার থেকেই মহারাষ্ট্রে পাঁচ ধাপে আনলক প্রক্রিয়া শুরু হবে, এমনটাই জানানো হল রাজ্য সরকারের তরফে। একইসঙ্গে একাধিক বিধিনিষেধ মেনে শুরু হচ্ছে বলিপাড়ার শুটিং। শুটিং চলাকালীন মানতে হবে একাধিক বিধিনিষেধও। যেমন, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এগুলো ব্যবহার করতে হবে। বিকেল ৫ টার পর আর শুটিং করা যাবেনা। এমনকি যেই সকল জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা কম সেই জায়গাগুলিতে ১০০ এবং ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে সিনেমা হল খোলার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেই সকল জেলাগুলিতে সংক্রমণের পরিমাণ ৫ শতাংশের কম হবে ও হাসপাতালের অক্সিজেনযুক্ত শয্যা ২৫ শতাংশের কম ভর্তি থাকবে, সেই সব জেলাগুলি থেকে বিধিনিষেধ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হবে। প্রথমবারে ১৮টি জেলায় শপিং মল, রেস্তরাঁ, সিনেমা হল, দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। দ্বিতীয়বারে, আক্রান্তের হার পাঁচ শতাংশের কম হলেও অক্সিজেন সাপোর্টে থাকা রোগীর সংখ্যা ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ, সেখানে কিছু বিধি নিষেধ প্রত্যাহার তুলে নেওয়া হবে। তৃতীয় স্তরে থাকবে সেই সব জেলা যেখানে আক্রান্তের হার ৫ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে এবং অক্সিজেন সাপোর্টে থাকা রোগীর সংখ্যা ৪০ শতাংশের উপরে, সেখানে কিছু বিধি নিষেধ প্রত্যাহার তুলে নেওয়া হবে।পাশাপাশি, ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত কর্মীদের টিকাকরণের উদ্দেশ্যে সেখানে অভিনব পন্থা নিয়েছে দ্য প্রোডিউসারস গিল্ড অব ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। গোটা উদ্যোগে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ফেডারেশনও। গিল্ডের সহ সভাপতি মণীশ গোস্বামী সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, "আমরা ৫ হাজার জনকে টিকা দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রতিটি টিকার দাম হাজার টাকা। সেই টাকা নিজেদের কর্মীর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে প্রযোজনা সংস্থাগুলি বহন করছে।"

# করিমগঞ্জের লঙ্গাই বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করে পীড়িতদের ভূমিপাট্টা দেওয়ার দাবি কৃষক সভার

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : করোনা অতিমারি প্রতিরোধে রাজ্যে লকডাউন, কারফিউ সহ বিভিন্ন বিধি নিষেধ জারি রয়েছে। রুজিরোজগার সহ কর্মসংস্থান হারিয়ে সাধারণ জনগণ বিপর্যস্ত। চরম আর্থিক সংকটের দরুন মানুষ দু বেলা আহারের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। রাজ্যের জনগণের এই দুঃসময়ে সরকারকে যখন পাশে দাঁড়ানোর কথা, তখন মানুষের দুঃসময়কে উচ্ছেদের উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে সরকার। পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লঙ্গাই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নির্বিচারে উচ্ছেদ চালিয়ে স্বৈরাচারী' শাসন ব্যবস্থার প্রমাণ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই অভিযোগ এনে সারা ভারত সংযুক্ত কৃষক সভার করিমগঞ্জ জেলা কমিটি আজ শনিবার তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। কৃষক নেতাদের আরও অভিযোগ, করোনা বিধিনিষেধের দরুন সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে পারবে না। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই সরকার বনাঞ্চল উচ্ছেদের অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করোনা প্রটোকল মেনে হাতে হাতে বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যা-কার্ড, দলীয় পতাকা, ফেস্টুন নিয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কৃষক নেতারা। লঙ্গাই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাজারিছড়া এলাকার কড়িখাই অঞ্চলে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কৃষক নেতারা। অনৈতিকভাবে বনাঞ্চল থেকে নির্বিচারে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নানা স্লোগানে এলাকা সরগরম করে তুলেন কৃষক নেতারা। তাঁরা অবিলম্বে বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করে এবং বনাঞ্চলে বসবাসরতদের ভূমির পাট্টা দেওয়ার দাবি জানান। আজকের বিক্ষোভ প্রদর্শনে অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল, অবিলম্বে সকলের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা, দ্রব্যমূল্য রোধ করা, লকডাউনকালে রোজগার হারানো মানুষের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ, আয়কর মুক্ত গরিব পরিবারগুলোকে ছয়মাস পর্যন্ত মাসিক ৭,৫০০ টাকা অনুদান প্রদান ইত্যাদি। এদিনের বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা রামকৃষ্ণ নমঃশুদ্র, অমূল্য দাস প্রমুখ।

# অসমে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবেই, তবে কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, জানান শিক্ষামন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৫ জুন (হি.স.) : ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির জন্য সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অসমে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ (সেবা) এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল (এএইচএসইসি) পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু আজ যাবতীয় সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড় রণোজ পেগু জানিয়ে দিয়েছেন, অসমে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবেই।

শনিবার শিক্ষামন্ত্রী ড় পেগু বলেন, সেবা এবং এএইচএসইসি পরিচালিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা (মাধ্যমিক) এবং উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নত হলে পরিবর্তিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক' হয়নি। পরিস্থিতি উন্নত হলে শিক্ষা দফতর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।মন্ত্রী বলেন, এখন যা চলছে তা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে এর আগে আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে আমরা সক্ষম হব। তিনি বলেন, পরীক্ষা বাতিল করার মানে সমস্যা সমাধান নয়। বহু শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট তাঁদের ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলেও শিক্ষামন্ত্রী ড় পেগু বলেন।প্রসঙ্গত, গত ১ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনেও শিক্ষামন্ত্রী ড় রণোজ পেগু ঘোষণা করেছিলেন, খুব শিগগির চলতি বছরের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতি নিতেও আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, করোনা-কালে মেট্রিক এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে ইতিমধ্যে আসু সহ রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শের বলে দু-এক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছিলেন মন্ত্রী ড় পেগু। তবে কী ধরনে বা কী পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হবে সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট মন্তব্য করেননি শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, পরীক্ষার ১৫ দিন আগে দিন-তারিখ, সময়সূচি অর্থাৎ রুটিন প্রকাশ করবেন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ (সেবা) এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ।

পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপন আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

# রাজধানী এক্সপ্রেস ছিনতাই মামলায় ধৃত ছত্রধরকে গৃহবন্দী রাখার আরজির শুনানী কাল

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.) : নারদ কাণ্ডের অভিযুক্তদের মত তাঁকেও গৃহবন্দী রাখতে আবেদন করেছেন রাজধানী এক্সপ্রেস হাইজ্যাক মামলায় ধৃত ছত্রধর মাহাতো। আবেদনের ওপর সোমবার আদালতে শুনানি হবে।' তবে জানা গিয়েছে, এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার ছত্রধর মাহাতো গৃহবন্দি থাকার আবেদন জানালেও আদালতে তার বিরোধীতা করবে এনআইএ। প্রয়োজনে তাঁরা মামলা ভিন্ন রাজ্যেও নিয়ে যাওয়ার পথ ধরতে পারে।

নারদ মামলায় আদালতের নির্দেশ রাস্তা দেখিয়েছে। সেই রাস্তাতেই এবার হাঁটা দিতে চান ছত্রধর মাহাতো। এখন রয়েছেন জেল হেফাজতে। সেখান থেকেই তিনি শুক্রবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবির মারফত। সেই আবেদনেই তিনি জানিয়েছেন, কোভিডকালে তাঁকেও গৃহবন্দি থাকার সুযোগ করে দেওয়া হোক। কেননা তিনিও অসুস্থ। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তিনি বাড়িতে থাকলেও তদন্তে সহযোগীতা করবেন। আদালতে ছত্রধরের আইনজীবী এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'উনি অসুস্থ। তাই গৃহবন্দি থাকতে আদালতে আবেদন করেছেন। তদন্তে সহযোগিতা বাড়ি থেকেও করতে পারবেন।

তবে এনআইএ'র অভিপ্রায় যে খুব সহজেই পূরণ হবে এমন আশাও দেখছেন না আইনজীবীরা। বিশেষ করে এই মামলা এখনও হাইকোর্টেই পৌঁছায়নি। ছত্রধরের মামলা ভিন্ন রাজ্যে সরাতে গেলে এনআইকে তার আবেদন করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টকে। শুধু আবেদনের পাশাপাশি আবেদনের স্বপক্ষে যুক্তিও তুলে ধরতে হবে। যা হাইকোর্ট খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে ঘটনা এটাই যে, নারদ মামলা এখনও ভিন্ন রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি সিবিআই। এনআইএ ছত্রধরের মামলা অতি সহজেই ভিন্ন রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাবে এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। আবার এটাও সত্যি যে নারদ মামলায় আদালত রাজ্যের চার হেভিওয়েট নেতাকে যেভাবে গৃহবন্দি থাকার নির্দেশ দিয়েছিল সেই রাস্তাতে হেঁটেই ছত্রধরবাবুও আবেদন করেছেন। নিম্ন আদালতে ধাক্কা খেলে তাঁরা উচ্চ আদালতে যাবেন এমনটাই ধরে নেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রথমে গৃহবন্দি ও পরে তাঁর জামিন পাওয়া খুব একটা অসুবিধা হবে না বলেই মনে করছেন আইনজীবিরা।

এর কারন হিসাবে উঠে আসছে এনআইয়ের দাবি। যে ঘটনার জেরে ছত্রধর মাহাতোকে এনআইএ গ্রেফতার করেছে সেই রাজধানী এক্সপ্রেস হাইজ্যাকের ঘটনার সময় ছত্রধর মাহাতো নিজেই জেলে ছিলেন। নারদ মামলায় দেখা গিয়েছে, হাইকোর্ট কার্যত এই যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়েছে যে আদালত চত্বরে ধর্না দেওয়া মানেই এটা নয় যে তার মধ্যে অভিযুক্তরা জড়িত বা সেই ধর্না মূল মামলায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেই একই যুক্তিতে এটাও বলা যায়, জেলে বন্দি থাকা ছত্রধর কীভাবে রাজধানী এক্সপ্রেস ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত হন? এই প্রশ্ন কিন্তু এবার উঠবে। এর উত্তর এনআইএকেই দিতে হবে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের নিবেদন

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.) : শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বিভিন্ন শাখা দিবসটি উদযাপন করে।

কসবা- তিলজলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে কলকাতা পুরসভার ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ সিঁথি-পাইকপাড়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যেগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে চারাগাছ রোপণ কর্মসূচি হয়।

সংগঠন করোনা বিধি মেনে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ দানের কর্মসূচি পালন করে শ্যামবাজার অঞ্চলে। অঞ্চল বাসীদের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ ও কর্মসূচির অংশ ছিল। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ তপন সাহা, বিজ্ঞান মঞ্চ কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক শেখ সুলেমান এবং অন্যান্য ব্যাক্তিত্ব। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান মেলা কমিটির উদ্যোগে সকল করোনা বিধি মেনে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালিত হয় ত্রিকোণ পার্কে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি উৎপল দত্ত, বিজ্ঞান মঞ্চ কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক শেখ সুলেমান, অজিত মিত্র, অচ্যুত চক্রবর্তী, বিমল চক্রবর্তী, সাধন অধিকারী ও মেলা সম্পাদক তাপস সাহা এবং অন্যান্য ব্যাক্তিত্ব।

# ফেসবুক লাইভ নিয়ে মদন মিত্রকে ভর্ৎসনা দলনেত্রীর

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.) : ফেসবুক লাইভ নিয়ে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে মদন মিত্রকে ভর্ৎসনা করলেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সরাসরিই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদনকে জানিয়ে দেন, নেটমাধ্যমে যখন তখন যা খুশি বলা যায় না!

শুক্রবার রাতে একটি ফেসবুক লাইভ করে সোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন মদন। প্রকাশ্যে সরাসরি দলনেত্রী মমতার কাছে কামারহাটির পুর প্রশাসকের দায়িত্ব চান কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক। বলেন, তাঁকে কামারহাটির পুর প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিন মাসের মধ্যেই ওই পুরসভার ভোল পাল্টে দেবেন। কলকাতা শহরের চেয়েও উন্নত করবেন কামারহাটিকে।

গোড়াতেই ভিডিওটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সেটি দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হয়। মদনের ফেসবুক পেজে গেলে এখন আর সেটি দেখা যাচ্ছে না। তবে তার মধ্যেই মদনের ওই বক্তব্য ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। সেটি ঘুরতেও শুরু করে হোয়াটঅ্যাপে।

শনিবার বৈঠকে মমতা মদনকে ওই ফেসবুক লাইভ নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও সাধারণ ভাবে ফেসবুক লাইভ নিয়ে ভৎর্সনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকের পর প্রশ্ন করা হলে মদন অবশ্য ওই বিষয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি শুধু বলেন, "আমাকে বলেছেন, তোমায় সবাই ভালবাসে। তুমি তোমার ফেসবুকগুলো আরও সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর ভাবে করবে। যাতে আমাদের সুবিধা হয়। সবাই আমরা এককাট্টা। সুন্দর কমিটি হয়েছে। বেস্ট টিম ইন দ্য হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ডেমোক্র্যাসি।"

বৈঠকের পর মদনবাবু অবশ্য বলেন, "এখন ২০২৪ সালে বিজেপি হটাও আর ২০২৬ সালে আবার তৃণমূল লাও। এটাই আমাদের লক্ষ্য। যারা হেরে গিয়েছে সায়নীর মতো, তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সকলকে নিয়ে, সকলে মিলে কাজ করতে হবে।"

# নেতাজী স্কুলের পর বাণী বিদ্যাপিঠ স্কুলে চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।।** নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের পর বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুলের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির ল্যাবরেটরির তালা ভেঙ্গে মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করে দিয়েছে এবং বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে।

রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্কুলে চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। স্কুল বন্ধ থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের ছুটির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে চোরের দল। বাণী বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালযয়েও চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল স্কুল কক্ষে তালা ভেঙ্গে বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। প্লাস্টিকের একশ কুড়িটি চেয়ার সহ অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রী ও চলে গেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তারা জানান একদিকে অতি মারি অন্যদিকে গৃষ্মকালীন ছুটির কারণে স্কুল বন্ধ রয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল বিদ্যালয় কক্ষের তালা ভেঙে এ ধরনের কাজকর্ম সংঘটত করেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলে এসে চুরির ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।উল্লেখ্য দুদিন আগেই নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। পরপর স্কুলগুলিতে এ ধরনের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় অভিভাবক মহল।

# মনপাথর বাজারে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।।** অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টর্স এসোসিয়েশন এর উদ্দ্যোগে মন পাথর বাজারে মেগা সচেতনতা শিবির ও বিনামূল্যে মাক্স বিতরন করাহয়।

করোনা ভাইরাসের মহামারির থেকে লোকজনদের সুরক্ষা প্রদানে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেযাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা চিকিৎসার পাশাপাশি করোনা ভাইরাস থেকে লোকজনদের সচেতন করতে এগিয়ে আসলো। শনিবার দক্ষিন জেলার স্বাস্থ্য আধীকারিকের উপস্থিতিতে অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টর্স এসোসিয়েশন এর উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর সাপ্তাহিক বাজারবারকে কেন্দ্রকরে মেগা সচেতনতা শিবির ও বিনামূল্যে মাক্স বিতরন করাহয়। বাজারে আগত ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে মাক্স বিতরন করাহয় তার পাশাপাশি করোনা ভাইরাস পতিরোধে কি কি সচেতনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা নিয়ে সকলকে সচেতন করাহয়।করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সতর্কতা অবলম্বন করে চলার জন্য লোকজনদের বিশেষ আহব্বান জানানোহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার জগদীশ নমঃ, শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার শান্তনু দাস সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা। আজকের এই কর্মসূচীর কথা সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান দক্ষিন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার জগদীশ নমঃ। স্বাস্থ্য দপ্তর কতৃক এই ধরনের কর্মসূচীর জন্য সকলে স্বাস্থ্য দপ্তরকে সাধুবাদ জানান।

# 'দিন না একটা দায়িত্ব, আমি ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি' মদন মিত্রের আর্জিতে প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৪ জুন (হি .স.) : নেটমাধ্যমে আবার শোরগোল ফেললেন মদন মিত্র। প্রকাশ্যে সরাসরি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কামারহাটির পুরপ্রশাসকের দায়িত্ব চাইলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক। এর জেরে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে দলের মধ্যে। প্রকাশ্যে বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য না করলেও তাঁর ফেসবুক লাইভ ভিডিয়োটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শনিবার তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠকের অব্যবহিত আগে শুক্রবার রাতে মদনবাবুর ফেসবুক লাইভ ভিডিয়োটি তোলা হয়েছে। বস্তুত, ওই ভিডিয়োয় মদনবাবু কোর কমিটির বৈঠকের উল্লেখও করেছেন। তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "দিন না একটা দায়িত্ব। আমি ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি। তিন মাসের মধ্যে কামারহাটিকে কলকাতার চেয়েও উন্নত করে ছাড়ব।" সেই লাইভে দলের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে বলেন, তাঁকে কামারহাটির পুরপ্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিন মাসের মধ্যেই ওই পুরসভার ভোল পাল্টে দেবেন। কলকাতা শহরের চেয়েও উন্নত করবেন কামারহাটিকে। ওই স্বল্প আয়ুর ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "যদি নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হন তিনি, তা হলে তিন মাস পর তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারে দল। কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়েই বলেন, দল যদি চায়, তিনি বিধায়ক পদও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

একধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, "কাল (শনিবার) তো মিটিং আছে। অবশ্য সে আবার ভার্চুয়াল। কী করবেন? দল থেকে তাড়িয়ে দেবেন? আমি জানি, আমাকে অনেকে এই ভিডিয়োর জন্য বিভিন্ন কথা বলবে। কিন্তু আমি মদন মিত্র। আই ডোন্ট কেয়ার!" পাশাপাশিই মদনবাবুকে এমনও বলতে শোনা যায় যে, তিনি অন্য কিছু চান না। কিন্তু অন্তত কামারহাটির দায়িত্ব যেন তাঁকে দেওয়া হয়।

শনিবার ওই ভিডিয়ো নিয়ে মদনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর তরফে কোনও সাড়া মেলেনি। তবে ভিডিওটি দ্রুত নিজের ফেসবুক থেকে মুছেও দেন। মদনবাবুর ফেসবুক পেজে গেলে এখন আর সেটি দেখা যাচ্ছে না। তবে তার মধ্যেই মদনবাবুর ওই বক্তব্য ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। সেটি ঘুরতেও শুরু করে হোয়াটঅ্যাপে।

বিধানসভায় মদনবাবুর প্রত্যাবর্তন হলেও মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়নি। তা নিয়ে তাঁর অনুগামীরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও কামারহাটির সদ্য নির্বাচিত বিধায়ককে কখনই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে দেখা যায়নি।

শুক্রবার রাতেই মদনবাবুর ওই ভিডিয়ো নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। এবং তার পর পর শুক্রবার রাতেই ভিডিয়োটি আর মদনবাবুর ফেসবুকে দেখা যায়নি।দলের তরফে ওই ভিডিয়ো নিয়ে কিছু বলাও হয়নি। গত বিধানসভা নির্বাচনে কামারহাটি বিধানসভা থেকে মদনবাবু জয়ী হওয়ার পর থেকে জল্পনা শুরু হয়েছিল তাঁকে মন্ত্রিসভায় আনা হবে কি না। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এর মধ্যেই নারদা মামলায় গ্রেফতার হতে হয়েছে মদনবাবুকে। আপাতত তিনি জামিনে মুক্ত রয়েছেন।

বড় দায়িত্ব পেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠকের পরই তৃণমূলের সভাপতি পদ ছাড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন যুব সভানেত্রী হলেন সায়নী ঘোষ। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই এবার দলে কার্যত "সেকেন্ড ইন কম্যান্ড"-এর ভূমিকায় অভিষেক। একইসঙ্গে মহিলা তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী হলেন কাকলি ঘোষদস্তিদার।

বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয়ের পর প্রথমবার সাংগঠনিক বৈঠকের ডাক দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুর দুটোয় তৃণমূল ভবনে ওই বৈঠকের ডাক দেন তিনি। বৈঠকে আসতে বলা হয় দলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী ও পুরসভার চেয়ারম্যান তথা পুর প্রশাসকদের।

## উঠবে

● **প্রথম পাতার পর**

রোজভ্যালি কোম্পানি। রোজভ্যালি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ছোট বড় কিছু সম্পদ গড়ে তুলেছিল। সেইমতো উদয়পুর মাতাবাড়ি জাতীয় সড়কে পাশে ফুলকুমারী ক্যানেল চৌমুহনী এলাকায় একটি রাজ প্রাসাদের মতো থ্রী স্টারস ক্যাটাগরির হোটেল তৈরি করেছিলো। হঠাৎ রোজ ভ্যালি সংস্থার কর্ণধার গৌতম কুন্ডু কে আটক করে সিবিআই। রোজভ্যালি কাণ্ডে শুধু কর্ণধারকেই নয় তার সাথে পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা সহ অনেক তাবড় তাবড় নেতার নাম জড়িয়ে যায়। ই ডি তাদের তলব করে। ইডি সূত্রে জানতে পারা যায় রোজভ্যালির প্রায় ৪০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাকি সম্পত্তি গুলির তালিকাও নাকি তৈরি করা হচ্ছে। উদয়পুরের রাজপ্রাসাদের মতো তৈরি করা হোটেলটি কে একটি নোটিশ দিয়ে তার কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে উদয়পুর ফুলকুমারী এলাকায় গড়ে তোলা রোজ ভ্যালির হোটেল টিকে পরিষ্কার করতে দেখে এলাকাবাসী সংবাদ প্রতিনিধিকে ফোন করেন। সংবাদ সূত্রে জানা যায় উদয়পুরের রোজভ্যালি কোম্পানির এই হোটেলটি নিলামে উঠতে পারে খুব সহসাই। তাই প্রশাসনের তরফ থেকে এই হোটেলটি এসেসম্যান্ট করতে গেলে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা ভিন্ন দৈর্ঘ ও প্রস্ত নির্ধারণ করে মেজারমেন্ট করা সম্ভব নয়।তাই ঠিকাদার নিযুক্ত করে শ্রমিক দ্বারা ঝোপঝাড় পরিষ্কারের কাজ চলছে। রাজ্যের গরিব অংশের মানুষের বহু লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সেই রোজভ্যালি কোম্পানি কষ্টের টাকা ফিরিয়ে দেয় কিনা সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে আমানতকারীরা। তবে প্রশাসন খুব সহসাই এই হোটেলটি নিলাম করবেন বলে জানা যায়।

## আটক

● **প্রথম পাতার পর**

প্রশ্ন চিহ্ন। পুলিশকে অভিযোগ করার পর মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা কেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে তা নিয়েও প্রশ্ন জাগছে। এমন কি হয়ে গেলো মহকুমা শাসক নিজেই ফুড সেফটি অফিসারকে আটক করলো।

এই সকল বিষয় নিয়ে সকলের মনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এই বিষয়ে ফুড সোফটি অফিসার জানান মহকুমা শাসকের হাত থেকে কিছু ক্ষমতা স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে চলেযাওয়ায় তিনি এমনকরছেন। দয়াল রাম দাস জানান তিনি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন যার জন্য উনার নামে নানান অভিযোগ উঠাচ্ছে মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা। তবে ঘটনার সত্যতা কিছুই জানাযায় নি। ফুড সেফটি অফিসারের কথা জানাগেলেও মহকুমা শাসকের পক্ষথেকে কোনোপ্রকার উত্তর না পাওয়ায় ফুড সেফটি অফিসারের গ্রেপ্তার রহস্য থেকে গেলো।

## রোগীরা

● **প্রথম পাতার পর**

বদান্যতার কারণেই গরিব রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বঞ্চিত রোগীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা এবং সনোগ্রাফির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে সুযোগ নিতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান প্রাইভেট রক্ত পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। এমনকি কোথায় পরীক্ষাগুলো করাতে হবে সে সম্পর্কেও দিক নির্দেশ করে দিচ্ছেন। ঘটনা এখানেই শেষ নয়, সরকারি দায়িত্ব পালন না করে ওইসব টেকনিশিয়ান রায় প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে পরীক্ষা করছেন। এ ধরনের দ্বিচারিতায় রোগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এ ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কাঞ্চনপুর মহাকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অলক দেওয়ানের মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান হাসপাতালে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে সেগুলো অনায়াসে গ্রহণ করতে পারবেন রোগীরা। তিনি জানান মাত্র চারদিন আগে মহকুমা হাসপাতালে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেসব অভিযোগ করেছেন সেগুলো তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন কাঞ্চনপুরের এসডিএমও অলক দেওয়ান।

কাঞ্চনপুর এলাকার গরিব মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা পাওয়ার লক্ষ্যেই কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে আসেন। হাসপাতালে এসে পরিষেবা না পাওয়ায় রোগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মহকুমাবাসী মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

## সর্বকালের

● **প্রথম পাতার পর**

৫৪,৫৮০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৮,১৩৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.২৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ৮৮.২৯ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০২ শতাংশ। নতুন করে আটজনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫৫৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৫৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ১২৮ জন, গোমতি জেলায় ৪৫ জন, ধলাই জেলায় ৩২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৮১ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪১ জন, উনকোটি জেলায় ৪৩ জন এবং খোয়াই জেলায় ৮০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

## প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বৃহৎ বৈশ্বিক সমস্যার বিরুদ্ধে আমরা প্রধান শক্তিতে উন্নীত হয়েছি।' মোদী বলেছেন, 'বিগত ৬-৭ বছরে পুনর্নবীকরণযোগ্য এনার্জিতে আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫০ শতাংশ। আমরা দেশকে ৩৭ কোটির বেশি এলইডি বাল্ব এবং ২৩ লক্ষ এনার্জি-এফিসিয়েন্ট ফ্যান প্রদান করেছি। একইভাবে উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে গ্যাস এবং সৌভাগ্য যোজনার অধীনে বিদ্যুৎ দূষণ কমানোর পাশাপাশি মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যে সহায়তা করেছে। ইকোনোমি ও ইকোলজি একইসঙ্গে চলতে পারে। ভারত এই পথে এগিয়ে যাওয়া বেছে নিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২০১৪ সাল পর্যন্ত, শুধুমাত্র ৭টি বিমানবন্দরে সোলার পাওয়ার ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। আমরা ৮০টির বেশি বিমানবন্দরে এলইডি লাইট লাগিয়েছি।' মোদী আরও বলেছেন, 'জলের সুরক্ষা নিয়ে বর্তমানে ভারতে যা কাজ হয়েছে তা নজিরবিহীন।

## বিশালগড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

পাশ্ববর্তীরা, নেশা কাটার পর ছেলে তুষার লস্কর শনিবার বিকেল থেকেই মাকে ডাকাডাকি শুরু করে কোনরকম সাড়া না পেয়ে কান্নাকাটি করতে দেখে সানীয়দের সন্দেহ হওয়াতে খবর দেয় বিশালগড় মহিলা থানায়। মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস ঘটনাস্থলে গিয়ে গেইট বন্ধ থাকাতে অন্য দিক দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে। বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় মৃত মায়ের সামনে বসে রয়েছে ছেলে তুষার লস্কর। তখন বুঝার আর বাকি ছিলনা পুলিশ ও এলাকাবাসীদের। বোন মিতালী মজুমদার জানায় নেশার টাকার জন্য মাকে খুন করে তার ভাই। পুলিশ মায়ের মৃতদেহের সামনে থেকে ছেলেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনায় তীব্র চানল্য ছড়িয়েছে গোটা রঘুনাথপুর এলাকায়।

## গ্রেপ্তার ১

● **প্রথম পাতার পর**

পুলিশ এসে মৃত জীবন বণিকের শরীরে, জুতায় এবং জলাশয়ের পাড়ে রক্ত দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় থানার পুলিশ ফরেনসিক টিম এবং ডগ স্কোয়াড কে খবর দেয়।মৃত জীবন বনিকের পরিবারের দাবী তাকে খুন করা হয়েছে।পুলিশ তদন্ত শুরু করে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করেছে শংকর দাসকে।বিশালগড় থানায় মামলা নাম্বার ৪৪/২১ ৩০২/৩৪ আইপিসি।

# কোপা আমেরিকা বয়কটের ডাক দিলেন ব্রাজিল অধিনায়ক কাসেমিরোরা

রিও, ৫ জুন (হি.স.) : কোপা আমেরিকা আয়োজনকে ঘিরে ফের শুরু বিতর্ক। কোপার আয়োজনের শুরু থেকে সরে দাঁড়ায় কলম্বিয়া। কোভিড সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে কোপা আয়োজক আর্জেন্তিনা থেকেও সরিয়ে দেয়। এবার ব্রাজিলে কোপার আয়োজন নিয়ে তৈরি হল সংশয়। কোভিড পরিস্থিতির জন্য নিজের দেশে কোপা বয়কটের ডাক দিতে চলেছে ব্রাজিলের ফুটবল দল। ব্রাজিলের অধিকাংশ ফুটবলার কোপা আমেরিকা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ব্রাজিলের সঙ্গে একমত উরুগুয়ে এবং আর্জেন্তিনাও। উরুগুয়ের এডিনসন কাভানি এবং লুই সুয়ারেজও এই পরিস্থিতিতে কোপা বয়কটের ডাক দিচ্ছেন। আর্জেন্তিনার সের্জিও আগুয়েরো এবং কোচ লিওনেল স্কালোনিও এক মত পোষণ করেছেন। ব্রাজিলে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে এখন করোনার তৃতীয় ঢেউ চলছে। এই অতিমারি পরিস্থিতিতে কোপা আমেরিকা খেলতে চাইছে না ব্রাজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্তিনার ফুটবলাররা।

ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে সে দেশের সরকার। এই পরিস্থিতিতে কোপা বয়কটের ডাক দিচ্ছে ব্রাজিলের ফুটবলাররা। অধিনায়ক কাসেমিরো সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করেছেন। কোপা আমেরিকার আয়োজকের দায়িত্বে ছিল কলম্বিয়া আর আর্জেন্তিনা। এই প্রথমবার একসঙ্গে দুটো ভেনুতে কোপা আয়োজিত হত। কোভিডের জন্য আগেই সরে দাঁড়ায় কলম্বিয়া। এরপর ঠিক হয়, পুরো টুর্নামেন্ট হবে আর্জেন্তিনাতে। কিন্তু সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আর্জেন্তিনাও সরে দাঁড়ায় কোপার আয়োজন থেকে। শেষ পর্যন্ত কোপা আয়োজনের দায়িত্ব নেয় ব্রাজিল।

# ভারত থেকে সরিয়ে দুবাইয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে বিসিসিআই

অবশেষে আশঙ্কায় সত্যি হতে চলেছে। ভারত থেকে সরতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আরব আমিশাহি এবং ওমানে বসবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় বোর্ডই বিশ্বকাপ আয়োজক হিসাবে থাকছে। শুধু ভেন্যু পরিবর্তন হচ্ছে। দেশে ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিল আইসিসি এবং বিসিসিআই যৌথভাবে। আগামী অক্টোবরে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এমনিতেই আরব আমিশাহিকে ব্যাকআপ ভেন্যু হিসাবে রেখেছিল আইসিসি। তবে এবার আমিরশাহির দুবাই, আবুধাবি এবং শারজার পাশাপাশি চতুর্থ ভেন্যু হিসাবে যুক্ত হল ওমানের মাসকট। এই বিষয়ে এদিন বোর্ডের এক আধিকারি বলেন, ""''আইসিসির সভায় বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চার সপ্তাহের সময় চেয়ে নিয়েছিল বিসিসিআই। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ভাবে তারা জানিয়েছে, আয়োজকের অধিকার তারাই ধরে রাখতে চায়। তাহলে আরব এবং ওমানে বিশ্বকাপ হলে বিসিসিআইয়ের কোনও আপত্তি নেই।" কিন্তু হঠাত মাসকটকে কেন বিশ্বকাপের চতুর্থ ভেন্যু হিসাবে স্থির করা হল? এই বিষয়ে সেই আধিকারিক বলেন, "আইপিএলের ফাইনাল হয়তো অক্টোবরের ১০ তারিখ। তাই নভেম্বরের শুরু দিকে আরবে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি করলে ভালো হবে। তাহলে আইপিএল শেষ হওয়ার পর মাঠ এবং পিচ সংস্করণের জন্য সপ্তাহ তিনেক সময় পাবে ওরা। সেই জন্য শুরুর দিকে লিগের ম্যাচগুলি ওমানে আয়োজন করার চিন্তা-ভাবনা চলছে।" তিনি আরও দাবি করেছেন, "বিসিসিআইয়ের চেয়ে নেওয়া সময় শেষ হবে ২৮ জুন। তখন যদি তারা বলে ভারতেই বিশ্বকাপ আয়োজন হবে, তাহলে এটা কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে অক্টোবরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। তখন হয়তো করোনার তৃতীয় ঢেউ প্রবেশ করবে ভারতে।" এছাড়া পিসিবি চেয়ারম্যান এহসান মানিও দাবি তুলেছেন, ভারতে বিশ্বকাপ না করার। তিনি বলেন, "অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের বৃষ্টির সময়। ফলে এরকম একটা মেগা ইভেন্টে বৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটালে বিশ্বকাপের জৌলুস কমে যাবে। তাই ভারতে বিশ্বকাপ আয়োজন সম্ভব নয়।""''

# পেট ভরছে না ! জেলে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার চাইলেন সুশীল

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): জেলে পেট ভরছে না তরুণ কুস্তিগির সাগর ধনকড় হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার ভারতীয় সুশীল কুমারের। বর্তমানে দিল্লির মান্ডলি জেলে থাকা অলিম্পিকজয়ী তারকা কুস্তিগিরজানিয়েছেন জেলে তাঁকে যে খাবার দেওয়া হচ্ছে, তা তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে যেন অতিরিক্ত প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় জেলে তার আবেদন করেছেন সুশীল।

দিল্লির মান্ডলি জেলে সুশীল কুমারকে দেওয়া হয় ৮টি রুটি, দু'কাপ চা ও ৪টি বিস্কুট। তবে এই খাবার একজন কুস্তিগিরের কাছে সত্যিই সামান্য। তিনি এ বার জেল কর্তৃপক্ষর কাছে আবেদন জানালেন তাঁকে যেন অতিরিক্ত প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একজন কুস্তিগিরের চেহারা ধরে রাখার জন্য ব্যালেন্সড ডায়েট মেনে চলা আবশ্যক। কিন্তু জেলে থাকাকালীন সেটা করে উঠতে পারছেন না সুশীল। নিজের জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দেওয়ার কথা বলার পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া হলে তিনি আদালতেও অনুরোধ করবেন। প্রসঙ্গত, সুশীলের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। জেলে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর করোনা পরীক্ষা হয়েছিল। জেলে থাকাকালীন আর পরীক্ষা করা হয়নি। জেল কর্তৃপক্ষর সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রয়োজন পড়লে আবার সুশীলের করোনা পরীক্ষা করানো হবে।

# দোহায় ভারতীয় শিবিরে করোনার হানা, আক্রান্ত মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা

দোহা, ৫ জুন (হি.স.) : এবার মারণ করোনা ভাইরাস থাবা বসাল কাতারে ভারতীয় ফুটবল টিমের হোটেলে। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ভারতীয় মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা। টিম হোটেলেই আলাদা ঘরে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে তাঁকে।

জানা গিয়েছে, গত বুধবারই করোনায় সংক্রমিত হয়েছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। সেদিনই তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার পরেরদিন অর্থাত বৃহস্পতিবার আবার কাতারের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়িং রাউন্ডের ম্যাচটি খেলেন সুনীল ছেত্রীরা। কিন্তু ওই ম্যাচে খেলেননি অনিরুদ্ধ। আর এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে শনিবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সচিব কুশল দাস বলেন, "হ্যাঁ, অনিরুদ্ধ থাপার করোনা সংক্রমিত হওয়ার খবরটি সত্যি। তাঁকে আপাতত বাকিদের থেকে আলাদা আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।" জানা গিয়েছে, কয়েকদিন বাদে অনিরুদ্ধ থাপার দ্বিতীয় বার কোভিড পরীক্ষা করা হবে।

প্রসঙ্গত, জাতীয় দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত ২০টিরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন এই মিডফিল্ডার। দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও তিনিই।

# ইউরোর আগে চেক প্রজাতন্ত্রকে হারিয়ে প্রস্তুতি সারল ইতালি

রোম, ৫ জুন (হি.স.) : ইউরো কাপের আগে দারুণ ছন্দে রয়েছে ইতালি। ২০২০ ইউরোর প্রস্তুতি ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রকে হারিয়ে দিল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি। মানচিনির দলের সামনে দাঁড়াতেই পারল না চেক প্রজাতন্ত্র। চেক প্রজাতন্ত্রকে ৪-০ হারায় তারা।

ইরোপিয়ান বিভাগে সি-গ্রুপে শীর্ষ রয়েছে ইতালি। তিন ম্যাচে তিনটি জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে তারা। পাশাপাশি চেক প্রজাতন্ত্রকে উড়িয়ে দিয়ে ইউরো ২০২০ আসরের প্রস্তুতি সারল ইতালি। বোলোনিয়ায় শুক্রবার রাতে প্রস্তুতি ম্যাচে ৪-০ গোলে জিতেছে ইতালি। চিরো ইম্মোবিলে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নিকোলো বারেল্লা। দ্বিতীয়ার্ধে লরেন্সো ইনসিনিয়ে ব্যবধান বাড়ানোর পর বদলি নেমে গোল পাননি দোমেনিকো বেরার্দি। তবে চেক প্রজাতন্ত্রকে হারিয়ে টানা আট ম্যাচ জিতে ইউরোয় খেলতে নামছে ইতালি।

আগামী শুক্রবার তুরস্কের বিপক্ষে ইউরো অভিযান শুরু করবে ইতালি। এই দুই দলের সঙ্গে 'এ' গ্রুপে রয়েছে ওয়েলস ও সুইজারল্যান্ড। আর ইউরো সেরার মঞ্চে ১৩ জুন নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে চেক প্রজাতন্ত্র।

# ইকুয়েডের বিরুদ্ধে সহজ জয় ব্রাজিলের দুরন্ত গোল রিচার্লিসন ও নেইমারের

পোর্তো, ৫ জুন (হি.স.) : ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে ইকুয়েডরকে হারিয়ে লাতিন আমেরিকা গ্রুপে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ব্রাজিল। প্রথম পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি জিতেই ১৫ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে ব্রাজিল। সমসংখ্যক ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আর্জেন্তিনা। ৯ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছে ইকুয়েডর। শনিবার পোর্তো অ্যালেগ্রেতে ইকুয়েডরকে ২-০ হারায় ব্রাজিল। জাতীয় দলে ফিরেই গোল করলেন নেইমার। লাতিন আমেরিকা গ্রুপে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে একশো শতাংশ সাফল্য রাখল তারা। রিচার্লিসন দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নেইমার। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণ বাড়ায় ব্রাজিল। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৪ মিনিটে দুরন্ত শটে গোল করেন নেইমার। দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটের মাথায় দলকে এগিয়ে দেন রিচার্লিসন। তাঁর দুরন্ত শট রুখতে পারেননি ইকুয়েডর গোলরক্ষক। নেইমারের চমৎকার পাস ধরে বুলেট গতির শট নেন রিচার্লিসন।

# রোলাঁ গারোয় পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত জয় সেরেনার

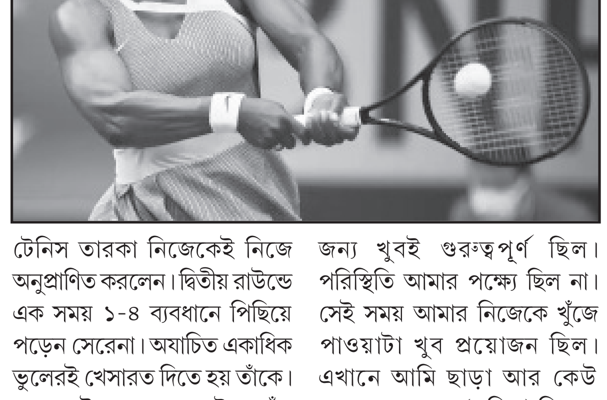

প্যারিস, ৫ জুন (হি.স. ) : স্বদেশীয় ড্যানিয়েল কলিন্সকে ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে রোলাঁ গারোয় দুরন্ত জয় পেলেন সেরেনা উইলিয়ামস। সেই সঙ্গে রেকর্ড ২৪ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন এই মার্কিন টেনিস তাড়কা। মহিলা টনিস ইতিহাসের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম সেরেনা উইলিয়ামস। তবে সেরাদেরও কোন কোন সময় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও দক্ষতা মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। ম্যাচ চলাকালীন হতাশ সেরেনা ঠিক সেই কাজটাই করলেন। তবে অন্য কারুর জন্য নয়, কিংবদন্তি টেনিস তারকা নিজেকেই নিজে অনুপ্রাণিত করলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে এক সময় ১-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েন সেরেনা। অযাচিত একাধিক ভুলেরই খেসারত দিতে হয় তাঁকে। তবে সেই ধাক্কা সামলে টানা পাঁচ পয়েন্ট ঘরে তুলে নিয়ে ৫০ নম্বর টেনিস তারকার বিরুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত করেন তিনি।

ম্যাচের পর সাংবাদিকদের উইলিয়ামস জানান, 'ওটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরিস্থিতি আমার পক্ষ্যে ছিল না। সেই সময় আমার নিজেকে খুঁজে পাওয়াটা খুব প্রয়োজন ছিল। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ সেরেনা নয়। ওর (কলিন্স) বিরুদ্ধে যথেষ্ট লড়াই করেই আমায় পয়েন্টগুলো আদায় করে ম্যাচ জিততে হয়।' তাঁর পরবর্তী প্রতিপক্ষ ২১ নম্বর বাছাই ইলিনা রায়বাকিনা।

# ইউরোর প্রস্তুতি ম্যাচে স্পেনকে আটকে দিল পর্তুগাল

মাদ্রিদ, ৫ জুন (হি.স.) : ইউরো ২০২০ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে স্পেনকে আটকে দিল পর্তুগাল। একে অপরের বিরুদ্ধে গোল করতে পারল না কোনও দলই। একচেটিয়া বলের দখল রেখে আক্রমণে গেলেও গোলের দেখা পায়নি প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন।

কোভিড-১৯ মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে এটাই ছিল স্পেনের মাটিতে প্রথমবার দর্শকদের সামনে খেলা। মাদ্রিদের ওয়ান্ডা মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে দুই দেশের লড়াই দেখতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৫ হাজার দর্শক। প্রস্তুতি ম্যাচ হলেও ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের আগে এই ম্যাচ ছিল দুই দলের সমর্থকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মাঠে ম্যাচের ২৩ মিনিটে স্পেনের জালে বল পাঠান জোসে ফন্তে। কিন্তু পাউ তরেসকে ফাউল করায় গোল দেননি রেফারি। এর কিছুক্ষণ পরে সুযোগ পান ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু তাঁর শট সরাসরি স্পেনের গোলরক্ষকের হাতে চলে যায়। ম্যাচের প্রথম থেকেই দু' দলই বল দখলের চেষ্টা করলেও গোলের সামনে তেমন কোন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, আগামী ১৫ জুন হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ইউরো কাপে খেতাব ধরে রাখার লড়াই শুরু করবে পর্তুগাল। 'এফ' গ্রুপে রোনাল্ডোদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ জার্মানি ও ফ্রান্স। আর আগামী ১৪ জুন ঘরের মাঠে সুইডেনের বিরুদ্ধে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে নামবে টুর্নামেন্টে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন স্পেন।

# মিলখার শারীরিক অবস্থার উন্নতি, সমস্ত প্যারামিটার স্বাভাবিক

চন্ডীগড়, ৫ জুন (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় স্প্রিন্টার মিলখা সিং। আগের থেকে মিলখা সিংয়ের শারীরিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন চন্ডীগড়ের স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (পিজিআইএমইআর)-এর ডিরেক্টর ডাঃ জগৎ রাম। ডিরেক্টর জগৎ রাম জানিয়েছেন, 'মিলখা সিংয়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাঁর সমস্ত প্যারামিটার স্বাভাবিক রয়েছে। চিকিৎসকদের টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছেন।'

গত ২০ মে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী মিলখা সিং। পরিবারের অনুরোধে গত রবিবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মিলখাকে। কিন্তু, শরীরে অক্সিজেন পরিমাণ কমতে থাকায় ৩ জুন তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দৌড়বিদ মিলখা সিংকে। চিকিৎসার পর এখন সুস্থ হয়ে উঠছেন মিলখা সিং। আপাতত কিছুদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই থাকতে হবে মিলখা সিংকে।

The **Executive Engineer. Engineering Cell, Samagra Shiksha Abhiyan, Shiksha Bhawan, 3" Floor. Agartala, West Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura- online percentage/ item rate e- lender from the eligible Central & State Public Sector undertaking /enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MFS/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 22.06.2021** for the following work:-

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Installation of Play Ground facilities at 43 nos. of Schools under Panisagar Block, North Tripura District. DRAFT NIT NO: 13/SE/ENGG.CELL/DSE/2021-22. | Rs. 67,09,313.00 | Rs. 67,093.00 | 8(Eight) months | Up to 3PM 22.06.2021 | At 23.06.2021 Hrs on 3.00 pm. | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website **https://tripuratenders.gov.in** at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

**(Er. S. Debbarma)**
**Executive Engineer**
**Samagra Shiksha, Tripura.**

**ICA-C-886/2021-22**

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, রইস্যাবাড়ি আর ডি ব্লকের আওতাধীন ৮(আট)টি ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত বিভিন্ন পাড়ায় PMAYG অতিরিক্ত নামের তালিকায় আপনাদের নাম নথিভুক্ত আছে। কিন্তু SECC-2011 অনুসারে উল্লিখিত ঠিকানায় সার্ভে করতে গিয়ে ১৩(তের) জনের নাম অত্র এলাকায় খুঁজে পাওয়া যায়নি অথবা রইস্যাবাড়ি আর ডি ব্লক এলাকায় বর্তমানে থাকে না। তাই এই পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদেরকে অবগত করা যাচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার ৭(সাত) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েতে/ভিলেজ কমিটি অফিসে এসে নামের তালিকা থেকে আপনার নাম আছে কিনা দেখে ঘর পাওয়ার জন্য আবেদন করুন অন্যথায় আপনাদের নাম PMAYG অতিরিক্ত নামের তালিকা থেকে অপসারণ করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং পরবর্তীকালে সার্ভে করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। PMAYG অতিরিক্ত নামের তালিকা বিস্তারিত পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি অফিসগুলিতে বা ব্লক অফিসে ছুটির দিন বাদে বেলা ১০(দশ)টা থেকে বিকাল ৪(চার) মধ্যে যোগাযোগ করতে পারবেন।
উক্ত ১৩ (তের) জনের নাম নিম্নে দেওয়া হইয়াছে।

| Sl.No | Name of VC | Name of Beneficiaries | Father/Husband | PMAYG ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raima | ANANDA MOHAN JAMATIA | MADYA PAD | 1163320 |
| 2 | Raima | PEMADA JAMATIYA | ASHOK JAMATIYA | 1168322 |
| 3 | Raima | JAGAT KISHOR JAMATIA | BHAKTA HARI JAMATIA | 1397901 |
| | Raima | LEPIYA CHAKMA | JAMINI CHAKMA | 1347079 |
| 5 | Raima | GOBINDA KISHOR JAMATIYA | PURBA JAMATIYA | 1168318 |
| 6 | Narikel Kunja(Tuichakma) | SADHAN MANI CHAKMA[0110] | BIR KUMAR CHAKMA | 1260562 |
| 7 | Narikel Kunja(Tuichakma) | SUSHIL DAS | MAN MOHAN DAS | 1180144 |
| 8 | Thakurachara | JUGESWAR CHAKMA[0032] | CHINTA BHUSHAN CHAKMA | 1226725 |
| 9 | Thakurachara | RATYA KAJI CHAKMA[0088] | CHIJIKYA CHAKMA | 1293806 |
| 10 | Thakurachara | SUBHASH CHANDRA CHAKMA[0092] | KALPA RANJAN CHAKMA | 1326070 |
| 11 | Thakurachara | SABEK KUMAR CHAKMA[0075] | SADHUCHANDRACHAKMA | 1397888 |
| 12 | Boalkhali | LALIT MOHAN CHAKMA[0012] | SUSANGKAR CHAKMA | 1260571 |
| 13 | Tuichakma | BIJOY KUMAR CHAKMA[0108] | NUU CHANDRA CHAKMA | 1238070 |

স্বাঃ- (সুশীল কুমার রিয়াং)
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
রইস্যাবাড়ি আর ডি ব্লক
ধলাই ত্রিপুরা

**ICA-D-268/2021-22**

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, লেফুঙ্গা আর. ডি. রকের আওতাধীন ১০ টি ভিলেজ অন্তর্গত বিভিন্ন পাড়ায় PMAY-G অতিরিক্ত নামের তালিকায় আপনাদের নাম নথিভুক্তআছে। কিন্তু SECC-2011 অনুসারে উল্লিখিত ঠিকানায় কাঁচাঘর সার্ভে করতে গিয়ে ৬৬২ টি নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি অথবা জানা যায় যে আপনারা বর্তমানে এই ব্লক এলাকায় থাকেন না। তাই এই পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদেরকে অবগত করা যাচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার ৭সোত) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানাদি নিয়ে নিজ নিজ ভিলেজ আফিসে এসে নামের তালিকায় আপনার নাম আছে কিনা তাদের ঘর পাওয়ার ব্যাপারে দাবী /আপত্তির আবেদন পত্র জমা করুন অথবা আবেদনপত্র এই bdolefunga@gmail.com ই-মেইল জমা করা যাবে।
অন্যথায় আপনাদের নাম PMAY-G অতিরিক্ত নামের তালিকা থেকে অপসারন করার জন্য উর্ধবতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন করা হবে এবং পরবর্তীকালে সার্ভে করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। PMAY-G অতিরিক্ত নামের তালিকার বিস্তারিত রক অফিস ও পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে ছুটির দিন বাদে বেলা ১০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকার মধ্যে পাওয়া যাবে।

Sd/-
লেফুঙ্গা আর. ডি ব্লক

**ICA-D-272/2021-22**

## PUBLIC NOTICE

সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ২০১১ ইং সালের SECC ২০১১ সার্বে অনুসারে PMAY-G প্রকল্পে ঘর পাত্তয়ার যোগ্য গরীব পরিবার গুলিকে চিহ্নিত করে তালিকা প্রকাশ করা হয়। এবং সেই তালিকা ভুক্ত পরিবারের মধ্যে ৮৮৪টি পরিবারে কোন সন্ধান পাত্রয়া যায়নি! সুতরাং এই টি তালিকায় অর্নুক্ত কোলত পরিবার থাকিলে আগামী ১২মে ২০২১ ইং এর মধ্যে ব্লক অফিসে অথবা পঞ্চায়েত/ডিলেজ কমিটি অফিসে দরখাব/আপত্তি জমা দেত্যার জনা অনুরুধ করা হইতেছে। এই ৮৮৪টি পরিবারের তালিকা ব্লকে অথবা স্ব-স্ব পক্ষায়েত/ডিলেজ কামিটি অফিসের Notice Board-এ দেওয়া আছে!

**ICA-D-266/2021-22**
**(Richard Zongte. TCS Gr-II)**
**Block Development Officer**
**Amarpur R.D. Block, Gomati District**

## MEMORANDUM

**Tender ID No:-**2021_CEPWD_195461
**Tender Reference Number:-.09/R/DNIe-T/EE-JRN/ PWD (R&B)/ 2021-22.**
**Tender Title:-** "Mtc. of different PWD roads within Ranirbazar Section under the jurisdiction of PWD(R&B), Jirania Sub-Division during the financial year 2021-22/SH: Grouting, Patch Metalling, Patch carpeting, patch soling, seal coating etc."
**Corrrigendum Title:-** Cancellation of Tender.
Tender for the work, "Mtc. of different PWD roads within Ranirbazar Section under the jurisdiction of PWD(R&B), Jirania Sub-Division during the financial year 2021-22/SH: Grouting, Patch Metalling, Patch carpeting, patch soling, seal coating etc."is hereby cancelled dile to some technical reasons.
For and on behalf of the Governor of Tripura
**(Er. S.N. Sarkar)**
**Executive Engineer**
**Jirania Division ,PWD(R&B).**

**ICA-C-891/2021-22**

## NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT).

e- tender is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura from the reputed, bonafide, resourceful, registered farms / suppliers or their authorized distributors / individual Pig vendor from **inside / outside the State for the purchase of exotic / improved cross bred piglets in phase manner to be supplied to all district headquarters of Tripura during the year 2021-22.**
The details of tender, quantity, specification and tender documents are made available in the website (http://tripuratenders.gov.in and arddtripura.nic.in) also in the news portal of Tripura www. tripurainfo.com. The last date/time of submission of the tender documents by online is on **22/06/2021 up to 5.00 PM.**
**(Dr. K. Sakumar)**
**Director of ARDD**
**P.N.Complex**,

**ICA-C-896/2021-22**

## E-Auction Notice

NIA No.F.5-31/SDFO/OR/e-Auction/ABS-2019/4159 — 90 dated 28/ 05/2021 invites bid from the licensed biders /dealers through E-Auction System Government of India at hitps://eauction.gov.in for sale of departmentally operated round timbers over 18 Nos. lot (142.63 cum) as per the details given in website. The e-auction will be open for the eligible Bidders / Firms/ Agencies from 29/05/2021 at 4.30 PM to 14/06/2021 05.00 PM.
**(T.K. Debbarma, TFS)**
**Sub-Divisional Forest officer**
**Ambassa, Dhalai**

**ICA-C-899/2021-22**

শনিবার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের। ছবি নিজস্ব।

# কেশপুরের ঘটনায় টুইটারে সরব নির্মলা সীতারামণ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি. স.) : এবার পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে বিজেপি কর্মীদের সামাজিক বয়কটের ডাক দিয়ে লিফলেট বিলি নিয়ে টুইটারে সরব হলেন বিজেপি নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। ঘটনায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

সম্প্রতি বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সামাজিক বয়কটের ডাক দিয়ে লিফলেট বিলি করা হয়েছে কেশপুরের মহিষদায়। এনিয়ে তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। এই ইস্যুতে এবার টুইটারে সরব হলেন বিজেপি নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। ঘটনায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। টুইটারে লিখেছেন, স্তম্ভিত করার মত খবর। বাংলায় যাতে সবাই সুরক্ষিত থাকেন, যাতে কেউ একঘরে না হয়ে যান, দেখুন মুখ্যমন্ত্রী। না হলে এটা সত্যিই লজ্জার।

উল্লেখ্য, দোকানে গেলে, বিক্রি করা যাবে না জিনিস। খেতে দেওয়া যাবে না চা। তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের গ্রাম কেশপুরের মহিষদায় এভাবেই বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নাম করে সামাজিক বয়কটের ডাক দিয়ে লিফলেট বিলি করা হয়েছে। লিফলেটে বড় করে লেখা রয়েছে, মহিষদা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। লিফলেটে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের অধিকাংশই বিজেপির সদস্য। এছাড়াও, নাম রয়েছে সিপিএম কর্মীদেরও। বিধানসভা ভোটে কেশপুর আসনে তৃণমূল জিতলেও, ১৭৬ ও ১৭৯ নম্বর বুথে এগিয়ে ছিল বিজেপি। এবার, এই এলাকাতেই সামাজিক বয়কটের ডাক দিয়ে লিফলেট বিলি করা হয়েছে। যার নেপথ্যে তৃণমূলের হাত রয়েছে বলে দাবি বিজেপির।

## জন্মদিনে খাবার বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ জুন।।** ছেলের জন্মদিনে ভবঘুরদের সেবায় নিয়োজিত হলেন শান্তির বাজারের এক ব্যাবসায়ী। এদিন ভবঘুরেদের হাতে খাদ্য তুলে দিয়ে ছেলের জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নিলেন পরিবারের লোকজনরা।করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সমগ্র রাজ্যজুরে চলছে কারফিউ।

এই কারফিউর মধ্যে শান্তির বাজারের ব্যবসায়ী প্রবীর দাস ছেলে আদর দাসের ১৩ তম জন্মদিনে অন্যান্য বছরের মতো বাড়িঘরে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান না করে ভবঘুরদের মধ্যে খাদ্য বিতরন করলেন। কারফিউর জেরে দুপুর ১২ টার পর দোকানপাঠ বন্ধ থাকার ফলে ভবঘুরেরা সঠিকভাবে খাবার পায়না।

# বিজয় মালিয়ার সম্পত্তি নিলামের অনুমতি বিশেষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.) : আদালতে ফের ধাক্কা খেলেন ঋণখেলাপি বিজয় মালিয়া। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন ১৭টি ভারতীয় ব্যাংকের কনসোর্টিয়ামকে তাঁর বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি নিলামে তুলে বিক্রি করার অনুমতি দিল প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিংয়ের বিশেষ আদালত। এর ফলে নিজেদের ঋণের টাকা উঁসুল করে নিতে পারবে ব্যাংকগুলি। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত মামলার রায়ে এমনই নির্দেশ দিয়েছে ওই বিশেষ আদালত।

এই প্রসঙ্গে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিকার্জুন রাও বলেন, "পলাতক ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়ার সম্পত্তি বিক্রি করতে ব্যাংকগুলিকে অনুমতি দিয়েছে বিশেষ পিএমএলএ আদালত। এর ফলে বিজয় মালিয়ার বকেয়া ধারের মধ্যে থেকে ৫৬০০ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হবে। এবার এসবিআই বা বড় কোনও ব্যাংক ওই বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তিগুলো বিক্রি করবে। কিংফিশারের কাছ থেকে খুব বেশি বকেয়া নেই পিএনবির, তবে ওই সম্পত্তিগুলো বিক্রির পর আমরাও নিজেদের শেয়ার পেয়ে যাব।" এর আগে লিকার ব্যারন বিজয় মালিয়ার বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তি নিলামে তোলায় অনুমতি দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট বা ইডিও। এবার সেই অনুমতি মিলল বিশেষ আদালতের।

প্রসঙ্গত, ভারতের মোট ১৩টি ব্যাংকে ৯ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ রয়েছে মালিয়ার। ঋণখেলাপির তকমা গায়ে নিয়েই এদেশ থেকে পালিয়ে লন্ডনে গিয়ে আশ্রয় নেন মালিয়া। কিন্তু, সেখানেও বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারেননি লিকার ব্যারন। ঋণখেলাপি ও কর ফাঁকি-সহ একাধিক অভিযোগে ২০১৭ সালের এপ্রিলে স্কটল্যান্ডে ইয়ার্ডের হাতে গ্রেফতার হন তিনি।

# পানীয় জলের সংকট পাহাড়ী এলাকায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।।** শুকা মরসুমে পাহাড়ি এলাকায় জলের উৎস গুলি শুকিয়ে গেছে। পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেননা গিরিবাসীরা। ছড়া নালা খাল বিলের অপরিচিত জল পান করে নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ওইসব গৃহবাসী।পানীয় জলের তীব্র সংকটে রীতিমত দিশেহারা কিল্লা ব্লক এলাকায় জাতি উপজাতি উভয় অংশের জনগণ।পানীয় জলের সমস্যার চিত্র কিল্লা ব্লক এলাকার এক বা দুইটি উপজাতি জনপদে নয়,প্রায় সবকটি এডিসি ভিলেজের উপজাতি জনগণের একটিই দাবি পানীয় জলের সমাধান করতে হবে।এখন শুখা মরশুম চলছে।সর্বত্রই পানীয় জলের তীব্র সংকট।পানীয় জলের সমস্যায় দিশাহারা গ্রামের উপজাতি জনগণ।তীব্র দাবদাহে কিল্লা ব্লক এলাকার উপজাতি গ্রামে পানীয় জলের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। অটল জলধারা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সংযোগ দেওয়া হলেও তাকোন কাজে আসছে না।এই অবস্থায় পানীয় জলের সংকটে গ্রামের উপজাতি অনুপজাতি উভয় অংশের মানুষ রীতিমতো দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।শুখা মরশুমে ভূগর্ভে জলের স্তর ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় জলের উৎসগুলি বিকল হয়ে পড়েছে।

কিল্লা ব্লক এলাকার পবিএরাম বাড়ি ,মৈথুলং বাড়ি ,কিল্লা, উওর বড়মুড়া ,দেওয়ান বাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ পানীয় জলের জন্য প্রতিনিয়ত দাবি জানিয়ে আসছেন।এদিকে ডি ডাব্লিউ এস(ঙ্গচছ) দপ্তরকে জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না। মাঝে মাঝে যে জল দেওয়া হচ্ছে তা গ্রামবাসীদের কাছে পর্যাপ্ত নয়।বহু দূর থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে বলে জানান এলাকাবাসি।শিশুদেরকেও কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। বহু বছর ধরে কিল্লা ব্লক এলাকার এই জলের সমস্যা দেখা দিলেও ব্লক কর্তৃপক্ষ কিংবা জল সম্পদ দপ্তর এ সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসছে না বলে জানান এলাকার জনগণ। পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

# দৈনিক সংক্রমণ ১.২০-লক্ষাধিক, ভারতে কোভিডে মৃত্যুর হার ১.২০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য ফের ৩ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫২৯ জন, এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৩,৩৮০ জন রোগীর। একইসঙ্গে শুক্রবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৯৪ জন। কোভিড টিকাকরণ সমানতালেই চলছে, ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২২,৭৮,৬০,৩১৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা আরও কমে গেল ভারত, বিগত ২৪ ঘন্টায় হ্রাস হয়েছে ৮০,৭৪৫। ৮০ হাজার ৭৪৫ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৪৮-তে (৫.৪২ শতাংশ) পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ হাজার ৩৮০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৪৪,০৮২ জন (১.২০ শতাংশ)।

সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৯৪ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৬৭,৯৫, ৫৪৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.৩৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৩১৭ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৩৬,৫০,০৮০ জনকে।

## বিএসএফের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুন।।** ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর খাসিয়া মঙ্গল কার্যালয়ে শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন বিএসএফের আধিকারিকরা।

সমগ্র দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটা করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার তেলিয়ামুড়া খাসিয়া মঙ্গল স্থিত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ছিলেন বি.এস.এফ তেলিয়ামুড়া সেক্টর ডি.আই.জি সুশীল কুমার, সেক্টর কমান্ডার অনিল টিগ্রা,৮০ ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার হ্যাপি বর্মা,১৯১ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সীতা রাম বেরবা, তেলিয়ামুড়া ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ডক্টর নিরাজ কুমার চঞ্চল, এস.ডি.এফ.ও কৃষ্ণ গোপাল রায়, তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ সহ ক্যাম্পের জওয়ান এবং তাদের পরিবারের লোকজনেরা।

শনিবার সকালে খাসিয়া মঙ্গল স্থিত বি.এস.এফ সেক্টর হেডকোয়ার্টারে করোণা অতিমারির নির্দেশিকা গুলিকে মান্যতা দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অনুষ্ঠানটি পালন করা হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়।করোনা পরিস্থিতিতে দেশ সহ রাজ্যে অক্সিজেনের সংকটময় পরিস্থিতিতে গাছই পারে অফুরন্ত অক্সিজেন দিয়ে মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাই বৃক্ষরোপণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। একটি বৃক্ষ একটি মানব জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তাই এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপনের সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন বি.এস.এফ সেক্টর হেডকোয়ার্টার কর্মকর্তারা।রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের খবর মিলেছে। তবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণে এমন শহর অন্যান্য বছরের মতো বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে জাকজমকতা পরিলক্ষিত হয়নি।

## সুস্থতা ৯৩.৩৮ শতাংশ, ভারতে ৩৬.১১-কোটির উর্ধে কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): ভারতে ৩৬.১১-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ জুন সারা দিনে ভারতে ২০,৮৪, ৪২১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৬,১১,৭৪,১৪২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,৮৪,৪২১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫২৯ জন।

সক্রিয় রোগীর হ্রাস অব্যাহত রয়েছে ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৮০,৭৪৫। ৮০ হাজার ৭৪৫ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৪৮-তে (৫.৪২ শতাংশ) পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১, ৯৭,৮৯৪ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৪৪,০৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৩৮০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২, ৬৭,৯৫,৫৪৯ জন (৯৩.৩৮ শতাংশ)।

# এপ্রিল মাসের তুলনায় কমল জিএসটি বাবদ আয়

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি. স.) : গত এপ্রিল মাসের তুলনায় কমল জিএসটি বাবদ কেন্দ্রের আয়। শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক মাসে কেন্দ্র ১ লক্ষ ২ হাজার ৭০৯ কোটির জিএসটি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। গত এপ্রিল মাসে কেন্দ্রের গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৪১ হাজার কোটি টাকা। সম্ভবত করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণেই এই হ্রাস।

করোনার প্রথম ঢেউ ধাক্কা মারার পর দেশজুড়ে জারি হওয়া লকডউনের জেরে তলানিতে ঠেকেছিল কেন্দ্রের পণ্য ও পরিষেবা কর আদায়ের পরিমাণ। তবে বিধিনিষিধ শিথিল করে অর্থনীতির চাকা ফের গড়াতে শুরু হলেই তা নতুন করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় দেশের প্রায় সব রাজ্যে জারি হওয়া বিধিনিষেধের জেরে গত মাসের তুলনায় এই মাসে অনেকটাই কমল কেন্দ্রের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। শনিবার কেন্দ্রীয় তরফে একথা জানানো হয়েছে মে মাসে জিএসটি বাবদ সরকারের কোষাগারে ঢুকেছে ১ লক্ষ ২ হাজার ৭০৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রের ভাগে জমা পড়েছে ১৭ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা। রাজ্যগুলি থেকে জমা পড়েছে ২২ হাজার ৬৫৩ কোটি টাকা। আমদানিকৃত পণ্যের উপর জিএসটি থেকে আয় ৫৩ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত, গত মার্চে জিএসটি বাবদ আয় ছিল ১ লক্ষ ২৩ হাজার কোটি টাকা। সেখান থেকে পরের মাসে একলাফে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল আয়। আয়ের অঙ্ক ছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৮৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ শতাংশের হিসেবে ১৪ শতাংশ বেড়েছিল আয়। যা জাগিয়েছিল আশা। কিন্তু মে মাসে তা ফের কমল। তবে কমলেও গত আট মাস ধরেই জিএসটি বাবদ কেন্দ্রের আয় ১ লক্ষ কোটি টাকার উপরেই রয়েছে। এর থেকে পরিষ্কার ইঙ্গিত মিলছে ভারত ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠছে।

কেন্দ্র আগেই জানিয়েছিল, ভুয়ো বিলের উপরে নজরদারি থেকে সমস্ত নথির যথাযথ হিসেব মিলিয়ে নেওয়ার মতো নানা পদক্ষেপের ফলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি সামগ্রিক ভাবে জিএসটি দফতরের পাশাপাশি আয়কর দফতর ও শুল্ক দফতরের কড়া ভাবে নজরদারি চালানোর সুফলের কথাও বলা হয়েছে।

# ভারতীয় রেল সারা দেশে ২৫ হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি অক্সিজেন সরবরাহ করেছে

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): ভারতীয় রেলপথ এ পর্যন্ত দেশের ১৫টি রাজ্যে ১৫০৩টিরও বেশি ট্যাঙ্কারে ২৫,৬২৯ মেট্রিক টন তরল মেডিকেল অক্সিজেন (এলএমও) সরবরাহ করেছে। করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গের মাঝামাঝি সময়ে অক্সিজেন সংকটে ভুগতে থাকা রাজ্যগুলিতে চিকিতায় ব্যবহারের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ একটি বড় অর্জন।

শনিবার রেলপথ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, এপর্যন্ত ৩৬৮টি অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেন তাদের যাত্রা শেষ করেছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে সহায়তা দিয়েছে। ৭ টি অক্সিজেন এক্সপ্রেস ৩০টি ট্যাঙ্কারে ৪৮২ টনেরও বেশি অক্সিজেন বহন করে। ঝাড়খণ্ড থেকে ৪টি ট্যাঙ্কারে ৮০ টন অক্সিজেন নিয়ে আসামে পৌঁছেছে পঞ্চম অক্সিজেন এক্সপ্রেস। অক্সিজেন এক্সপ্রেস কর্ণাটকে ৩০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহ করেছে। এটি উল্লেখযোগ্য যে, ৪২ দিন আগে ২৪ এপ্রিল অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেন যাত্রা শুরু করেছিল। যখন প্রথম অক্সিজেন এক্সপ্রেস ১২৬ মেট্রিক টন অক্সিজেন নিয়ে মহারাষ্ট্রে পৌঁছেছিল।

রেলপথ মন্ত্রকের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, মহারাষ্ট্রে ৬১৪ মেট্রিক টন, উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৩৭৯৭ মেট্রিক টন, মধ্য প্রদেশে ৬৫৬ মেট্রিক টন, দিল্লিতে ৫৭৯০ মেট্রিক টন, হরিয়ানায় ২২১২ মেট্রিক টন, রাজস্থানে ৯৮ মেট্রিক টন, কর্ণাটকে ৩০৯৭ মেট্রিক টন, উত্তরাখণ্ডে ৩২০ মেট্রিক টন, তামিলনাড়ুতে ২৭৮৭ মেট্রিক টন, অন্ধ্র প্রদেশে ২৬০২ মেট্রিক টন, পাঞ্জাবের ২২৫ মেট্রিক টন, কেরালায় ৫১৩ মেট্রিক টন, তেলঙ্গানায় ২৪৭৪ মেট্রিক টন, ঝাড়খণ্ডে ৩৮ মেট্রিক টন অক্সিজেন সরবরাহ করেছে।

## হিমাচল প্রদেশের বিধায়ক নরেন্দ্র বরাগটার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ জে পি নড্ডার

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি জে পি নাড্ডা হিমাচল প্রদেশের বিধায়ক এবং দলের চিফ হুইপ নরেন্দ্র বরাগটার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শনিবার টুইটারে এক শোকবার্তায় নাড্ডা লেখেন, 'হিমাচল প্রদেশের জুব্বাল কোটখাইয়ের বিধায়ক আমার সহকর্মী নরেন্দ্র বরাগটার মৃত্যুর সংবাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি, প্রাক্তন মন্ত্রী, দলের চিফ হুইপ এবং আমার সহকর্মী। আমরা দুজনেই এক সঙ্গে কাজ করেছি সরকার এবং পার্টিতে। 'বরাগটাজির পুরো সময় রাজ্যের উন্নয়নে এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য নিবেদিত ছিল।

নাড্ডা আরও লেখেন, 'জনকল্যাণমূলক কাজ ও সংগঠনের কাজে তাঁর অবদান ভোলার নয়। তাঁর মৃত্যু হিমাচল ও বিজেপির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। শোকের এই মুহূর্তে শোকসন্তপ্ত পরিবার সদস্যগণ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থকদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।' উল্লেখ্য, যে বরাগটা আজ সকালে চণ্ডীগড়ের একটি হাসপাতালে মারা যান। তিনি সম্প্রতি করোনা থেকে সুস্থ হয়েছিলেন।

# নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার অভিনেতা পার্ল ভি পুরি

মুম্বাই, ৫ জুন (হি. স.) : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল 'নাগিন ৩' ধারাবাহিকের পরিচিত মুখ অভিনেতা পার্ল ভি পুরিকে। শুক্রবার গভীর রাতে মুম্বইয়ের পূর্ব ভাসাইয়ের ওয়ালিভ থানার পুলিশ নিজের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে অভিনেতাকে। শনিবার অভিযুক্তকে বিচারবিভাগীয় হেফাজত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ভাসাই আদালতের বিচারক।

ওই কিশোরীর অভিযোগ বলিউডে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করেই তাঁর সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন পার্ল। এ প্রসঙ্গে ওয়ালিভ থানার ডিসিপি সঞ্জয় পাটিল সংবাদমাধ্যমকে বলেন," ১৭ বছরের ওই কিশোরী তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে থানায় লিখিত অভিযোগ জানালে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৬ নম্বর ধারা এবং পসকো আইন অনুযায়ী ওই অভিনেতাকে ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "অভিনেতার বিরুদ্ধে পকসো আইন অনুসারে মামলা চালানো হচ্ছে।" এদিন ভাসাই আদালতের বিচারক তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেফাজত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রায় ৯ বছর ধরে বলিউডে অভিনয় করছেন পার্ল ভি পুরি। করিশ্মা তান্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জনও বলিপাড়ায় বর্তমানে বেশ চর্চায়। এ নিয়ে করিশ্মা এখনও পর্যন্ত মুখ না খুললেও মুখ খুলেছেন অভিনেতার আর এক কো-স্টার অনিতা হাসনন্দানি। ইনস্টাগ্রামে পার্লের সঙ্গে এক ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "সকালবেলা এক বাজে খবর শুনলাম। এটা সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না। সত্যি শীঘ্রই সামনে আসবে। আমি পার্লের পাশে রয়েছি।"

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।